بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

‘ض’ (দ্বাদ) অক্ষরকে ‘ظ’ (য়া) অক্ষরের
মতো উচ্চারণের ফিতনা মুকাবেলায়

রক্তের অক্ষরে লেখা আত্মত্যাগ

[আল্লামা ছাহেব কিবলা ফুলতলী (রহ.)-এর উপর
১৯৮০ সালের ৫ মার্চ রক্তাক্ত হামলার ইতিবৃত্ত এবং
‘ض’ অক্ষরের সহীহ উচ্চারণের দলীলভিত্তিক আলোচনাসহ]

ظ ⇄ ض

ض ও ظ-এর
উচ্চারণগত বিভ্রান্তি



আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

সূচিপত্র

- ভূমিকা/ ৫
- পবিত্র কুরআনের 'ض' (দ্বাদ) হরফ রক্ষায় আল্লামা ছাহেব কিবলা ফুলতলী (রহঃ) এর নজিরবিহীন রক্তস্নাত আত্মত্যাগের ইতিহাস/ ৮
- ভারতে সমাপ্ত হলেও দাম্মামে পুনরুজ্জীবিত এক ভারতীয় ফিতনা: 'ض'-কে 'ظ'-এর অনুরূপ উচ্চারণের বিভ্রান্তি/ ১০
- সিফাতে অভিন্ন অক্ষরসমূহ/ ১১
- অক্ষরসমূহের মাখরাজ (উচ্চারণস্থান)/ ১২
- ইমাম সীবাওয়াইহ (মৃত্যু: ১৮০ হিজরি) এর বক্তব্য/ ১৬
- দুর্বল 'ض' (দ্বাদ) কী?/ ১৬
- মাক্কী ইবন আবী তালিব (মৃত্যু: ৪৩৭ হি.) এর বক্তব্য/ ১৭
- মাক্কী ইবন আবী তালিব 'ظ' অক্ষর অধ্যায়ে বলেন/ ১৯
- ইমাম আবু আমর আদ-দানী (মৃত্যু: ৪৪৪ হিজরি) এর বক্তব্য/ ২১
- ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) (মৃত্যু: ৬৭৬ হিজরি) 'আল-আযকার' গ্রন্থে বলেন/ ২৪
- তিনি 'আল-মাজমূ'' গ্রন্থে বলেন/ ২৪
- ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) 'মিনহাজুত ত্বালিবীন' গ্রন্থে বলেন/ ২৪
- ইমাম ইবনুল জাযারী (মৃত্যু: ৮৩৩ হিজরি) এর বক্তব্য/ ২৫
- ইমাম আলী আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ) (মৃত্যু: ১০১৪ হিজরি) এর বক্তব্য/ ২৬
- ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে আছে/ ২৬
- ফাতাওয়া ক্বাদ্বীখানের যে ইবারত নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে/ ২৭
- ক্বাদ্বীখানের ফতোয়ার অপব্যবহার/ ২৮
- আজীমাবাদী আউনুল মা'বূদে বলেন/ ২৮
- দারুল ইফতা, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, করাচী- এর ফতোয়া/ ৩০
- অথচ ফতোয়া ক্বাদ্বীখানেই আছে/ ৩০
- ইমাম আল-কালীউবী (রহিমাহুল্লাহ) (মৃত্যু: ১০৬৯ হিজরি) এর বক্তব্য/ ৩১
- ইবন বালবান আল-হাম্বলী (রহিমাহুল্লাহ) (মৃত্যু: ১০৮৩ হিজরি) এর বক্তব্য/ ৩১
- ইমাম আবুল হাসান আন-নূরী আস-সাফাকসী আল-মালিকী (রহিমাহুল্লাহ) (মৃত্যু: ১১১৮ হিজরি) এর বক্তব্য/ ৩২
- শাইখ আতিয়্যাহ কাবিল নাসর এর বক্তব্য/ ৩৫
- আল-মারসাফী আশ-শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) (মৃত্যু: ১৪০৯ হিজরি) এর বক্তব্য/ ৩৭
- ড. ইয়াহইয়া আব্দুর রাজ্জাক আল-গাওসানী এর বক্তব্য/ ৩৮
- শাইখ আলী ইবন আবদুর রহমান আল-হুযাইফী তাঁর *আল-আকওয়ালুল জালিয়্যাহ ফিদ-দ্বাদিদ-যা'ইয়্যাহ ওয়াদ-দ্বাদিত-তা'ইয়্যাহ* গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন/ ৪০
- আব্দুর রাফি ইবন রিদওয়ান ইবন আলী আশ-শারকাওয়ী বলেন/ ৪১
- শাইখ সাইয়্যিদ ইবন আহমাদ ইবন আব্দুর রহীম এর বক্তব্য/ ৪৩
- 'ض' ও 'ظ'-এর পার্থক্য বিষয়ে রচিত কিছু গ্রন্থ/ ৪৪
- শায়খ ইবনু তাইমিয়ার ফতোয়া ও তার জবাব/ ৪৭

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحَمْدُ لِوَلِيِّه وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على نَبِيِّه

এ এক ইতিহাস, এক নবজাগরণ এবং এক আত্মত্যাগের কাহিনি। এটি বীরত্ব, জাগরণ ও প্রতিরোধের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এমন এক আত্মত্যাগ, যা রক্তের অক্ষরে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে—সেই সময়ে, যখন নেতৃস্থানীয় আলিম ও বিদ্বানদের অনেকেই এক বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আর সেই বিভ্রান্তি হলো 'ض' (দ্বাদ) অক্ষরকে 'ظ' (যা) অক্ষরের ন্যায় উচ্চারণ করার ফিতনা। এই ফিতনার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, আমাদের মুর্শিদ, উস্তাযুল উলামা আল্লামা ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ।

জ্ঞানচর্চার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত বলে দাবি করা কিছু ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষরের উচ্চারণ পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। এই বিভ্রান্তি বাংলাদেশ ও হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু মানুষ এতে আক্রান্ত হয়। তখন আল্লাহর এক নেক বান্দা সর্বোত্তম উপায়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি আমাদের শাইখ, আমাদের শাইখদের শাইখ, যুগের সংস্কারক (মুজাদ্দিদ), আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুল লতীফ চৌধুরী ফুলতলী (রাহিমাহুল্লাহ)।

'ض'-কে 'ظ'-এর অনুরূপ উচ্চারণের ফিতনা'' শীর্ষক এই গ্রন্থটি 'আল-আজওয়িবাতুস সুন্নিয়্যাহ' সিরিজের একটি রিসালা। আর 'আল-আজওয়িবাতুস সুন্নিয়্যাহ' মূলত বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধের সংকলন, যা আমি দীর্ঘ আট বছর ধরে প্রস্তুত করেছি। এসব প্রবন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহল থেকে উত্থাপিত খেয়ানত, অজ্ঞতা, প্রশ্ন ও বিতর্কের জবাব প্রদান করা হয়েছে। এসবের উৎস ছিল কখনো সালাফিয়্যাহ, কখনো বেরেলভিয়্যাহ; কখনো দেওবন্দিয়্যাহ, কখনো কাদিয়ানিয়্যাহ; কখনো শিয়াহ, কখনো ধর্মহীন গোষ্ঠী; কখনো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আবার কখনো ব্যক্তিবিশেষ।

আর সকল প্রশংসা ও অশেষ কৃতজ্ঞতা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি তাঁর অসংখ্য অনুগ্রহ ও অপরিসীম দানে আমাদের ধন্য করেছেন।

আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি গবেষণায় আমানতদার থাকতে, জবাব প্রদানে সৌন্দর্য ও শালীনতা বজায় রাখতে; প্রমাণ উপস্থাপনে নির্ভুল হতে এবং ভ্রান্তি খণ্ডনে দৃঢ় ও যথোপযুক্ত হতে। মতপার্থক্য ও ভিন্নমত পোষণের অধিকার সবারই রয়েছে; কিন্তু ইলমি বা জ্ঞানগত খেয়ানত কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদেরও অধিকার আছে নিজেদের এবং নেককার আলিমদের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন করার। তাদের কাছে তাদের দলিল রয়েছে, আর আমাদের কাছেও আমাদের দলিল রয়েছে। তাই প্রত্যেক ইলমি বিকৃতি ও ইলমি খেয়ানতের জবাবে আমাদের কাছে রয়েছে দলিলভিত্তিক ও শালীন প্রত্যুত্তর।

আমাদের লক্ষ্য কোনো দলকে আরেক দলের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো নয়। বরং ঐক্যবদ্ধ কাতার গঠনই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, দূরত্ব ঘুচিয়ে পারস্পরিক নৈকট্য সৃষ্টি করাই আমাদের উদ্দেশ্য, এবং

সবার কাছ থেকে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা প্রত্যাশাই আমাদের আশা। আজ মুসলিম উম্মাহ নানামুখী সংকট ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে রয়েছে। তাই উম্মাহর সন্তানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। একগুঁয়েমি, অন্ধ দলীয় পক্ষপাত এবং বাড়াবাড়ি পরিহার করলেই ইনশাআল্লাহ এ সংকটের মেঘ কেটে যাবে।

দলাদলি ও গোষ্ঠীবাদ আমাদের শক্তিকে ভেঙে দিয়েছে; নির্যাতন, হঠকারিতা ও পরস্পরকে কাফির সাব্যস্ত করার প্রবণতা আমাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। অনেকেই এমন বিষয়ে কথা বলেন, যেখানে তাদের কোনো যোগ্যতাই নেই। অথচ অন্ধ ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন সমান হতে পারে না, তেমনি মানুষকে দূরে ঠেলে দেওয়া ব্যক্তি এবং সুসংবাদদাতা ব্যক্তিও কখনো সমান হতে পারে না।

আমি কখনোই দাবি করি না যে, আমার রচনা ভুলত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ জ্ঞানের স্বল্পতা এবং উপলব্ধির দুর্বলতা মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, আর আমিও একজন মানুষ। তবে এটি আমার এক বিনীত প্রচেষ্টা—প্রাথমিক ও নির্ভরযোগ্য উৎসসমূহের আলোকে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সঠিক উপলব্ধি উপস্থাপন করার। এ গ্রন্থের যে অংশ সঠিক, প্রমাণিত, আলোকপ্রদ এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে, তা পরম দয়ালু আল্লাহর অনুগ্রহেই সম্ভব হয়েছে।

অতএব, এতে যা কিছু সঠিক হয়েছে, তা মহান দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর যা কিছু ভুল হয়েছে, তা আমার নিজের ত্রুটি এবং শয়তানের কুমন্ত্রণার ফল। কেউ যদি আমার কোনো ভুল ধরিয়ে দেন, তবে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। আর কেউ যদি তাঁর দোয়ার প্রিয় মুহূর্তগুলোতে আমাকে স্মরণ করেন, তবে আল্লাহ তাঁকেও উত্তম প্রতিদান দান করুন।

ইমাম শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

أَبَى اللهُ أَنْ يَكُوْنَ كِتَابٌ صَحِيْحٌ غَيْرَ كِتَابِه

"আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের কিতাব (আল-কুরআন) ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থকে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত হতে দেননি।" [1]

সুতরাং সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি বলেছেন: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾

"আল্লাহ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?" (সূরা আত-তীন: ৮)

এবং তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনোই বিফল করেন না।

আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি—তিনি যেন আমাদের নেক আমলসমূহ কবুল করে নেন, প্রজন্মকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আমাদের প্রচেষ্টায় বরকত দান করেন এবং আমাদের নিয়ত ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নির্মল ও আলোকিত করে দেন। আমাদের কাজ কেবল চেষ্টা করা; আর পূর্ণতা দান করার একমাত্র মালিক তিনি। আমরা আরও প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের

---

[1] ইমাম শাফিঈ, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস ইবন আল-আব্বাস ইবন উসমান ইবন শাফি' ইবন আব্দুল মুত্তালিব ইবন আবদে মানাফ আল-মুত্তালিবী আল-কুরাশী আল-মাক্কী (মৃত্যু: ২০৪ হি.)। *তাফসীরুল ইমাম আশ-শাফিঈ*। খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৩১। প্রকাশক: দারুত তাদমুরিয়্যাহ, সৌদি আরব। প্রথম সংস্করণ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.। মোট খণ্ড: ৩।

পরিবার-পরিজনকে সংশোধন ও হেফাজত করেন এবং আমাদের জিহ্বা ও চিন্তাকে সর্বপ্রকার বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করেন।

كُنْ مُحَمَّدِيًّا عَالَمِيًّا مُبَشِّرًا
وَلاَ تَكُنْ طَائِفِيًّا مُتَعَصِّبًا مُنَفِّرًا

মুহাম্মাদী আদর্শের অনুসারী হও, বিশ্বজনীন হও, সুসংবাদদাতা হও;
দলীয় গোঁড়ামিতে অন্ধ, সংকীর্ণমনা ও মানুষকে বিমুখকারী হয়ো না।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾

আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র সংশোধন ও সংস্কারই কামনা করি।" (সূরা হূদ: ৮৮)

কঠিন ও সহজ—উভয় অবস্থায়ই আমি আমার প্রতিপালকের ওপরই ভরসা করেছি। প্রতিটি কল্যাণ ও অকল্যাণের মোকাবিলায় একমাত্র উপাস্য আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করেছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সবকিছু দেখছেন, এবং তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়ার সর্বাধিক যোগ্য।

ইলমে দ্বীনের বিনম্র খাদেম,
নিজ প্রতিপালকের রহমতের মুখাপেক্ষী
আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
১১ জুলাই, ২০২৬
নিউইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

পবিত্র কুরআনের 'ض' (দ্বাদ) হরফ রক্ষায় আল্লামা ছাহেব কিবলা ফুলতলী (রহঃ) এর নজিরবিহীন রক্তস্নাত আত্মত্যাগের ইতিহাস

স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশনা মোতাবেক আল্লামা ছাহেব কিবলা ফুলতলী (রহ.) আসাম ও সিলেটের যমিনে পবিত্র কুরআনের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ কিরাতের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপসহীন ব্যক্তিত্ব। কুরআনের ব্যাপারে তাঁর এই অনমনীয় অবস্থানের জন্য তিনি এমন ভয়াবহ হামলার শিকার হয়েছিলেন যে, কর্তৃপক্ষ তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে মনে করেই তাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

সে সময় সিলেটে একটি গোষ্ঠীর মধ্যে 'ض'-কে 'ظ'-এর অনুরূপ উচ্চারণের ফিতনা দেখা দেয়। আল্লামা ছাহেব কিবলা ফুলতলী (রহ.) এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং সর্বসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন করে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দেন। এর ফলে তিনি তাদের শত্রুতে পরিণত হন। তারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে।

১৯৮০ সালের ৫ মার্চ, মঙ্গলবার রাত প্রায় পৌনে দশটার সময় জগন্নাথপুর থানার সৈয়দপুর গ্রামের দক্ষিণ হাওরে অবস্থিত হবিবপুর মাদ্রাসার মাহফিল শেষ করে আল্লামা ফুলতলী (রহ.) শাহারপাড়া নওয়াগাঁওয়ের মাহফিলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। প্রথমে তিনি যেতে সম্মত হননি; কিন্তু শাহারপাড়ার পক্ষ থেকে আগত ইমামের আন্তরিক অনুরোধ ও অশ্রুসিক্ত মিনতিতে শেষ পর্যন্ত রাজি হন। উপস্থিত মুসল্লিদের তওবা-বাইআত করিয়ে ও যিকিরের তালকিন দিয়ে তিনি পালকিতে আরোহণ করেন। তাঁর সঙ্গে প্রায় সত্তর-আশিজন সফরসঙ্গী ছিলেন।

পথে ভবেরবাজার অতিক্রম করার সময় তিনি বারবার ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ পাঠ করতে থাকেন এবং পানি চান। সফরসঙ্গীরা লক্ষ্য করেন, তাঁর পবিত্র চেহারা অস্বাভাবিক লাল হয়ে উঠেছে। নদীর তীরে পৌঁছে একটি ডুবন্ত নৌকা তুলে পারাপারের ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় তাঁর কিতাবের ব্যাগ বহনকারী একজন ইমাম দ্রুত সামনের একটি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করলে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক থেকে শত শত লাঠিসজ্জিত লোক বেরিয়ে এসে চিৎকার করতে থাকে— "ফুলতলীকে শেষ করে দাও!"

হযরত ছাহেব কিবলাহ (রহ.) তাদের সালাম দিলে তারা সালামের জবাবও দেয়নি। তিনি শান্তভাবে বললেন, "যদি কোনো কথা থাকে, বলো; অন্যথায় যুলুম করো না। আল্লাহর জমিন যুলুম বরদাশত করে না।" কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তারা তাঁর গলার মাফলার ধরে টান দেয় এবং শত শত হামলাকারী লাঠিসোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চারদিকে ধ্বনি উঠতে থাকে— "আর মিলাদ পড়বায়নি? আর দোয়াল্লীন পড়বায়নি? বিদআতিদের দল!" সফরসঙ্গীরা নিজেদের দেহ দিয়ে তাঁকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন এবং অনেকেই গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আল্লামা ফুলতলী (রহ.) তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানি চাইলে হামলাকারীরা তাঁকে এক ফোঁটা পানিও দেয়নি; বরং কটূক্তি করে বলতে থাকে, *"ইয়া নবী কোথায়? আজ ইয়া নবী বলার সাধ মিটিয়ে দেব।"* অথচ তিনি তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশে বলছিলেন, "বাবারা, ধৈর্য ধরো। যদি তৃষ্ণার্ত অবস্থায় আমাদের মৃত্যু হয়, তবে হাশরের ময়দানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আশ্রয় লাভ করব।" পরে তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, "হে রাসূলুল্লাহ! আপনার মহব্বতের পথে আমি আমার সন্তানদের নিয়ে জীবন উৎসর্গ করছি। ভয় পেয়ো না, দয়াল নবী আমাদের দেখছেন।" ক্বারী গিয়াস উদ্দীন সাহেব তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেন, ওই সময় তিনি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের এক নূরানী দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে শাহারপাড়া মাহফিলে খবর পৌঁছে গেলে লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাদের আগমন টের পেয়ে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় আল্লামা ফুলতলী (রহ.) ও তাঁর সফরসঙ্গীদের উদ্ধার করে শাহারপাড়ায় নেওয়া হয়। পরে তাঁকে ও অন্যান্য আহতদের সিলেট সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর মাথায় উনিশটি সেলাই দিতে হয়।

এত নির্মম হত্যাচেষ্টার পরও আল্লামা ফুলতলী (রহ.) প্রতিশোধের আহ্বান জানাননি। তিনি বলেছিলেন, "আমরা প্রতিশোধ চাই না, বিচারও চাই না। হাবীবে খোদার মহব্বতের পথে আমি আমার রক্ত ওয়াক্‌ফ করে দিলাম। আল্লাহ যেন এই রক্তের বরকতে সহীহ ইসলামকে জীবিত রাখেন। তোমরা কেউ প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে না।" এভাবেই সৈয়দপুরের রক্তস্নাত সেই ঘটনা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইতিহাসে ঈমান, ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ও সুন্নিয়তের জন্য আত্মত্যাগের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে।

বাংলার জমিনে সুন্নিয়ত এবং বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের পতাকা সমুন্নত রাখতে গিয়ে আল্লামা ছাহেব কিবলা ফুলতলী (রহ.) নিজের রক্ত উৎসর্গ করেছিলেন। নজদীপন্থী দেওসালাফী হামলাকারীরা ভেবেছিল, এই নির্মম আক্রমণের মাধ্যমে তারা সত্যের আহ্বান স্তব্ধ করে দেবে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তাদের সে অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর রক্তকে সুন্নিয়তের পুনর্জাগরণের মাধ্যম বানিয়েছেন, আর তাঁর দাওয়াত ও আদর্শ, তাঁর প্রতিষ্ঠিত দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্টের কার্যক্রম দেশ থেকে দেশান্তরে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভারতীয় এক ফিতনা, যা ভারতে বিলুপ্ত হলেও দাম্মামে পুনরুজ্জীবিত হলো

‘ض’ (দ্বাদ)-কে ‘ظ’ (যা)-এর অনুরূপ উচ্চারণের বিভ্রান্তি

শাইখ মুতীউর রহমান আদ-দাম্মামী বলেছেন:

‘ض’ (দ্বাদ) অক্ষরটি ‘ط’ (ত্বা) ও ‘د’ (দাল)-এর তুলনায় ‘ظ’ (যা)-এর অধিক নিকটবর্তী। আশরাফ আলী থানভীর একটি তাজবীদের গ্রন্থ রয়েছে—যদিও আকীদাসহ আরও কিছু বিষয়ে তাঁর ভুল রয়েছে; সেগুলো সম্পর্কে আমি ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে সংশোধনের উদ্দেশ্যে আলোচনা করব—গ্রন্থটির নাম *জামালুল কুরআন*। এটি একটি ভালো গ্রন্থ। সেখানে তিনি আমার কথারই সমর্থন করেছেন। সম্ভবত এই বিষয়টি অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তিনি লিখেছেন যে, ভারতবর্ষে (অর্থাৎ ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে) মানুষ ‘ض’ উচ্চারণে ভুল করে। তারা এটিকে ‘ج’ (জীম), ‘ز’ (যা), ‘ط’ (ত্বা) ও ‘د’ (দাল)-এর মধ্যবর্তীভাবে উচ্চারণ করে। অথচ ‘ض’কে ‘ظ’-এর অধিক নিকটবর্তী করে উচ্চারণ করাই সঠিক।”

(এই বক্তব্যের ভিডিও আমাদের কাছেও রয়েছে এবং ইন্টারনেটেও বিদ্যমান। - লেখক)

আমি বলি, ‘ض’ (দ্বাদ)-কে ‘ظ’ (যা)-এর অনুরূপ উচ্চারণ করার ফিতনা ভারতবর্ষে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু শাইখ আদ-দাম্মামী সেটিকে আবার দাম্মামে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছেন! এ বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। এটি কুরআন এবং মুসলিমদের উচ্চারণপদ্ধতিকে ভারতীয় রীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেওয়ার (Indianization) একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র।

আবার কেউ কেউ এ মতের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, ‘ظ’ (যা) অক্ষরটি ‘ض’ (দ্বাদ)-এর সঙ্গে সব গুণাবলীতে (صفات) এক, শুধু একটি গুণ—‘ইস্তিতালাহ’ (الاستطالة)—ব্যতিক্রম।

আমি বলি, যদি মূল যুক্তিই হয় যে দুটি অক্ষরের অধিকাংশ গুণাবলী এক, তাহলে এমন আরও অনেক অক্ষর রয়েছে, যেগুলো সব গুণাবলীতেই অভিন্ন, আবার এমনও অক্ষর রয়েছে, যেগুলো একই মাখরাজ (উচ্চারণস্থান) থেকে উচ্চারিত হয়। তবুও সেসব অক্ষর প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র ও পৃথক; উচ্চারণের সময় একটিকে অন্যটির অনুরূপ করে উচ্চারণ করা হয় না।

নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুন। সেখানে দেখা যাবে, বহু অক্ষর এমন আছে যেগুলোর সমস্ত সিফাতই (صفات) এক, তবুও তারা একে অপরের মতো উচ্চারিত হয় না। অথচ ‘ض’ (দ্বাদ) তো ‘ظ’ (যা)-এর সঙ্গে সব সিফাতে অভিন্নও নয়। তাহলে কেন ‘ض’-কে ‘ظ’-এর অনুরূপ করে উচ্চারণ করা হবে?

সিফাতে জাতির অক্ষরসমূহ						
الحروف	الصفات					
ج	جهر	شدة	استفال	انفتاح	إصمات	قلقلة
د	جهر	شدة	استفال	انفتاح	إصمات	قلقلة
ت	همس	شدة	استفال	انفتاح	إصمات	
ك	همس	شدة	استفال	انفتاح	إصمات	
و	جهر	رخوة	استفال	انفتاح	إصمات	لين
ي	جهر	رخوة	استفال	انفتاح	إصمات	لين
م	جهر	توسط	استفال	انفتاح	إذلاق	غنة
ن	جهر	توسط	استفال	انفتاح	إذلاق	غنة
ض	جهر	رخوة	استعلاء	إطباق	إصمات	استطالت
ظ	جهر	رخوة	استعلاء	إطباق	إصمات	XXX

আর নিম্নের এই চিত্রটির প্রতিও লক্ষ্য করুন। কত অক্ষর রয়েছে, যেগুলোর মাখরাজ (উচ্চারণস্থান) এক, তবুও তারা একে অপরের অনুরূপ উচ্চারিত হয় না।

অথচ ‘ض’ (দ্বাদ) ও ‘ظ’ (যা)-এর মাখরাজ ভিন্ন। উপরন্তু তাদের সিফাত (উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য) এবং মাখরাজ—উভয় ক্ষেত্রেই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কেন ‘ض’-কে ‘ظ’-এর অনুরূপ করে উচ্চারণ করা হবে?

কুরআনের উচ্চারণকে ভারতীয় রীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেওয়ার (Indianization) এই প্রচেষ্টা বাংলাদেশে সফল হয়নি, এবং ইনশাআল্লাহ পৃথিবীর কোথাও সফল হবে না।



অক্ষরসমূহের মাখরাজ (উচ্চারণস্থান)

১. মাদ্দের তিন অক্ষর (حروف المد) — জাওফী অক্ষর (الحروف الجوفية)

এগুলোকে জাওফী (ফাঁপা গহ্বরজাত) অক্ষর বলা হয়। এদের একটিমাত্র মাখরাজ রয়েছে। এগুলো মুখ ও গলার অভ্যন্তরস্থ ফাঁপা স্থান (الجوف) থেকে উচ্চারিত হয়। এ তিনটি অক্ষর হলো—

- সাকিন আলিফ, যার আগে ফাতহা থাকে। যেমন: قَالَ (ক্বালা)।
- সাকিন ওয়াও, যার আগে দ্বাম্মা থাকে। যেমন: يَقُولُ (ইয়াকূলু)।
- সাকিন ইয়া, যার আগে কাসরা থাকে। যেমন: قِيلَ (ক্বীলা)।

ইমাম ইবনুল জাজারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

مَخَارِجُ الْحُرُوفِ سَبْعَةَ عَشَرْ
عَلَى الَّذِي يَخْتَارُهُ مَنِ اخْتَبَرْ

فَأَلِفُ الْجَوْفِ وَأُخْتَاهَا وَهِيْ

حُرُوفُ مَدٍّ لِلْهَوَاءِ تَنْتَمِي

অর্থ: "যিনি এ বিষয়ে গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তাঁর নির্বাচিত মত অনুযায়ী অক্ষরসমূহের মাখরাজ সতেরোটি। এর প্রথমটি হলো জাওফ (মুখ ও গলার অভ্যন্তরস্থ ফাঁপা স্থান)। এখান থেকে আলিফ ও তার দুই সহোদর (ওয়াও ও ইয়া)—অর্থাৎ তিনটি মাদ্দের অক্ষর—উচ্চারিত হয়, যা বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।"

২. গলার সর্বনিম্ন অংশ (أقصى الحلق)

এ স্থান থেকে দুটি অক্ষর উচ্চারিত হয়:

- ء (হামযা)
- هـ (হা)

৩. গলার মধ্যভাগ (وسط الحلق)

এ স্থান থেকে দুটি অক্ষর উচ্চারিত হয়:

- ع (আইন)
- ح (হা)

৪. গলার উপরের অংশ (أدنى الحلق)

এ স্থান থেকে দুটি অক্ষর উচ্চারিত হয়:

- غ (গাইন)
- خ (খা)

শাফাওয়ী (ওষ্ঠ্য) অক্ষরসমূহ (الحروف الشفهية)

এগুলোকে শাফাওয়ী (ওষ্ঠ্য) বলা হয়, কারণ এগুলো ঠোঁট (الشفتان) থেকে উচ্চারিত হয়। এদের দুইটি মাখরাজ রয়েছে।

প্রথম মাখরাজ

এটি নিচের ঠোঁটের ভেতরের অংশ এবং উপরের সামনের দাঁতের (ثنايا) অগ্রভাগের সংযোগস্থল থেকে উচ্চারিত হয়।

এই মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয়:

- ف (ফা)

দ্বিতীয় মাখরাজ

এটি দুই ঠোঁটের মিলনস্থল থেকে উচ্চারিত হয়।

এই মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয়:

- ب (বা)
- م (মীম)
- و (ওয়াও) — তবে মাদ্দের ওয়াও (و المدية) নয়, বরং সাধারণ (অমাদ্দী) ওয়াও।

জিহ্বার অক্ষরসমূহ (حروف اللسان)

এই শ্রেণির অক্ষরগুলো জিহ্বা থেকে উচ্চারিত হয়। এদের মোট ১০টি মাখরাজ রয়েছে। এ মাখরাজগুলো থেকে নিম্নোক্ত অক্ষরগুলো উচ্চারিত হয়:

ك، ق، ش، ج، ض، ي ,(অমাদ্দী) ن، ل، د، ر، ط، ت، ث، ذ، ظ، ز، س، ص

নিচে আলোচিত চারটি মাখরাজে প্রত্যেকটিতে তিনটি করে অক্ষর উচ্চারিত হয়।

১. ج، ش، ي — একই মাখরাজ

এই তিনটি অক্ষরের মাখরাজ এক। এটি হলো জিহ্বার মধ্যভাগ এবং তার বিপরীতে অবস্থিত উপরের তালুর মধ্যভাগ।

এখান থেকে উচ্চারিত হয়—

- ج (জীম)
- ش (শীন)
- ي (অমাদ্দী ইয়া)

এখানে অমাদ্দী ইয়া বলতে স্বরযুক্ত (মুতাহাররিক) ইয়া অথবা লীন ইয়া বোঝানো হয়েছে।

ইমাম ইবনুল জাজারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَالْوَسْطُ فَجِيمُ الشِّينُ يَا

"জিহ্বার মধ্যভাগ থেকে জীম, শীন ও (অমাদ্দী) ইয়া উচ্চারিত হয়।"

২. ت، د، ط — একই মাখরাজ

এই তিনটি অক্ষরের মাখরাজ এক। এটি হলো জিহ্বার অগ্রভাগ এবং তার বিপরীতে অবস্থিত উপরের সামনের দাঁতের গোড়া (অর্থাৎ মাড়ির অংশ)।

এখান থেকে উচ্চারিত হয়—

- ط (ত্বা)
- ت (তা)
- د (দাল)

ইমাম ইবনুল জাজারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَالطَّاءُ وَالدَّالُ وَتَا مِنْهُ وَمِنْ ... عَلْيَا الثَّنَايَا

"জিহ্বার অগ্রভাগ এবং উপরের সামনের দাঁতের গোড়া থেকে ত্বা, দাল ও তা উচ্চারিত হয়।"

৩. ث، ذ، ظ — একই মাখরাজ

এই তিনটি অক্ষরের মাখরাজ এক। এটি হলো জিহ্বার অগ্রভাগ এবং উপরের সামনের দাঁতের অগ্রভাগ।

এখান থেকে উচ্চারিত হয়—

- ظ (যা)
- ث (ছা)
- ذ (যাল)

ইমাম ইবনুল জাজারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَالظَّاءُ وَالذَّالُ وَثَا لِلْعُلْيَا مِنْ طَرَفَيْهِمَا

"জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের সামনের দাঁতের অগ্রভাগ থেকে যা, যাল ও ছা উচ্চারিত হয়।"

৪. ز، س، ص — **একই মাখরাজ**

এই তিনটি অক্ষরের মাখরাজ এক। এটি হলো জিহ্বার অগ্রভাগ এবং নিচের সামনের দাঁতের উপরের অংশ। এ সময় জিহ্বা ও দাঁতের মাঝে একটি সূক্ষ্ম ফাঁক রাখা হয়, যার মধ্য দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়ে সফীর (শিসধ্বনি) সৃষ্টি করে।

এখান থেকে উচ্চারিত হয়—

- ص (সাদ)
- س (সীন)
- ز (যায়)

ইমাম ইবনুল জাজারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَالصَّفِيرُ مُسْتَكِنٌّ مِنْهُ وَمِنْ فَوْقِ الثَّنَايَا السُّفْلَى

"জিহ্বার অগ্রভাগ ও নিচের সামনের দাঁতের উপরের অংশের মধ্যবর্তী স্থান থেকে সফীর (শিসধ্বনি) উৎপন্ন হয়।"

আমরা দেখলাম মাখরাজ অভিন্ন হওয়া স্বত্তেও উল্লেখিত প্রত্যেক হারফের সাউত (আওয়াজ) ভিন্ন। সুতরাং দ্বাদ ض এবং যা ظ সিফাত ও মাখরাজ উভয় দিক থেকেই যেহেতু ভিন্ন, মুশাব্বাহ বিয যা হওয়ার কোনো কারণ নেই।

ইমাম সীবাওয়াইহ (মৃত্যু: ১৮০ হিজরি) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-কিতাব'-এ বলেছেন

وَتَكُونُ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ حَرْفًا بِحُرُوفٍ غَيْرِ مُسْتَحْسَنَةٍ وَلَا كَثِيرَةٍ فِي لُغَةِ مَنْ تَرْتَضِي عَرَبِيَّتَهُ، وَلَا تُسْتَحْسَنُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَلَا فِي الشِّعْرِ؛ وَهِيَ: الْكَافُ الَّتِي بَيْنَ الْجِيمِ وَالْكَافِ، وَالْجِيمُ الَّتِي كَالْكَافِ، وَالْجِيمُ الَّتِي كَالشِّينِ، وَالضَّادُ الضَّعِيفَةُ، وَالصَّادُ الَّتِي كَالسِّينِ، وَالطَّاءُ الَّتِي كَالتَّاءِ، وَالظَّاءُ الَّتِي كَالثَّاءِ، وَالْبَاءُ الَّتِي كَالْفَاءِ.

"এসবের মাধ্যমে মোট বেয়াল্লিশটি ধ্বনি (অক্ষররূপ) হয়। তবে এর মধ্যে কয়েকটি এমন ধ্বনি রয়েছে, যা বিশুদ্ধ আরবি ভাষাভাষীদের ভাষায় প্রশংসনীয় নয় এবং খুব বেশি প্রচলিতও নয়। এগুলো কুরআন তিলাওয়াত কিংবা কবিতাপাঠ—কোনোটিতেই গ্রহণযোগ্য নয়। সেগুলো হলো—

- জীম ও কাফের মধ্যবর্তী একটি কাফ,
- কাফের মতো উচ্চারিত জীম,
- শীনের মতো উচ্চারিত জীম,
- দুর্বল 'ض' (দ্বাদ),
- সীনের মতো উচ্চারিত সাদ,
- তার মতো উচ্চারিত ত্বা,
- ছার মতো উচ্চারিত যা,
- এবং ফার মতো উচ্চারিত বা।" [2]

দুর্বল 'ض' (দ্বাদ) কী?

রুকনুদ্দীন আল-আস্তারাবাযী (মৃত্যু: ৭১৫ হিজরি) তাঁর *শারহ শাফিয়্যাতি ইবনিল হাজিব* গ্রন্থে বলেন

الضَّادُ الضَّعِيفَةُ: هَذِهِ الضَّادُ مِنْ لُغَةِ قَوْمٍ لَيْسَتْ فِي أَصْلِ لُغَتِهِمُ الضَّادُ، فَإِذَا أَرَادُوا التَّكَلُّمَ بِهَا مِنْ لُغَةِ غَيْرِهِمْ عَصَتْ عَلَيْهِمْ، فَأَخْرَجُوهَا ظَاءً؛ لِأَنَّهُمْ يُخْرِجُونَهَا مِنْ طَرَفِ اللِّسَانِ وَأَطْرَافِ الثَّنَايَا، وَرُبَّمَا تَكَلَّفُوا إِخْرَاجَهَا مِنْ مَخْرَجِ الضَّادِ، فَلَمْ يَتَأَتَّ لَهُمْ، فَخَرَجَتْ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ، فَيَقُولُونَ فِي: ضَرَبَ: ظَرَبَ.

فَالضَّادُ الضَّعِيفَةُ هِيَ الَّتِي انْحَرَفَتْ عَنْ مَخْرَجِهَا إِلَى الْيَمِينِ أَوِ الشِّمَالِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَخْرَجَهَا مِنْ أَوَّلِ حَافَةِ اللِّسَانِ وَمَا يَلِيهَا مِنَ الْأَضْرَاسِ مُطْبَقَةً، فَإِنِ انْصَرَفَتْ عَنْهُ ظَهَرَتْ ضَعِيفَةً، وَزَالَ الْإِطْبَاقُ، وَصَارَتْ بِتَكَلُّفِ الْإِطْبَاقِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. وَلِأَجْلِ هَذَا كَانَ هَذَا الْحَرْفُ مُسْتَهْجَنًا.

'দুর্বল দ্বাদ' বলতে এমন 'ض' বোঝায়, যা এমন এক জাতির ভাষায় ব্যবহৃত হয়, যাদের মাতৃভাষায় মূলত 'ض' অক্ষর নেই। ফলে তারা অন্য ভাষা থেকে এ অক্ষর উচ্চারণ করতে চাইলে তা তাদের পক্ষে সহজ হয় না। তাই তারা এটিকে 'ظ'-এর মতো উচ্চারণ করে। কারণ তারা এটি জিহ্বার অগ্রভাগ ও সামনের দাঁতের অগ্রভাগ থেকে উচ্চারণ করে। কখনো তারা 'ض'-এর প্রকৃত মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তা তাদের দ্বারা সম্ভব হয়

[2] সীবাওয়াইহ, আবু বিশর আমর ইবন উসমান ইবন কানবার আল-হারিসী (বিল্-ওয়ালা) (মৃত্যু: ১৮০ হি.)। *আল-কিতাব*। "হাযা বাবুল ইদগাম (هذا باب الإدغام)", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৩২। তাহকীক: আব্দুস সালাম মুহাম্মাদ হারূন। প্রকাশক: মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো। তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.। মোট খণ্ড: ৪।

না। ফলে উচ্চারণটি ‘ض’ ও ‘ظ’-এর মধ্যবর্তী এক ধ্বনিতে পরিণত হয়। তাই তারা ضَرَبَ (দারাবা)-এর পরিবর্তে ظَرَبَ বলে।

তিনি আরও বলেন:

‘দুর্বল দ্বাদ’ হলো সেই ‘ض’, যা তার প্রকৃত মাখরাজ থেকে ডান বা বাম দিকে সরে যায়। কারণ ‘ض’-এর প্রকৃত মাখরাজ হলো জিহ্বার এক পাশের প্রারম্ভিক অংশ এবং তার সংলগ্ন দাঁতের পাটির (মাড়ির) সঙ্গে সংযোগস্থল, যেখানে ইত্বাক (إطباق) বা সম্পূর্ণ সংলগ্নতা বিদ্যমান থাকে। যখন উচ্চারণ এ স্থান থেকে সরে যায়, তখন ‘ض’ দুর্বল হয়ে পড়ে, ইত্বাক বিলুপ্ত হয়ে যায়, এবং প্রকৃত স্থান ছেড়ে অন্যত্র কৃত্রিমভাবে ইত্বাক সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়। এই কারণেই এ ধরনের উচ্চারণকে অপছন্দনীয় (مستهجن) বলা হয়েছে। [3]

মাক্কী ইবন আবী তালিব (মৃত্যু: ৪৩৭ হি.) তাঁর ‘আর-রি‘আয়াহ’ গ্রন্থে বলেন:

وَالضَّادُ يُشَبَّهُ لَفْظُهَا بِلَفْظِ الظَّاءِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ حُرُوفِ الْإِطْبَاقِ، وَمِنَ الْحُرُوفِ الْمُسْتَعْلِيَةِ، وَمِنَ الْحُرُوفِ الْمَجْهُورَةِ، وَلَوْلَا اخْتِلَافُ الْمَخْرَجَيْنِ، وَمَا فِي الضَّادِ مِنَ الِاسْتِطَالَةِ، لَكَانَ لَفْظُهُمَا وَاحِدًا، وَلَمْ يَخْتَلِفَا فِي السَّمْعِ. فَيَجِبُ عَلَى الْقَارِئِ أَنْ يَلْفِظَ بِالضَّادِ، إِذَا كَانَ بَعْدَهَا أَلِفٌ، بِالتَّفْخِيمِ الْبَيِّنِ، كَمَا يَلْفِظُ بِهَا إِذَا كَانَ يَحْكِي الْحُرُوفَ، فَيَقُولُ: صَادٌ، ضَادٌ. وَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّحَفُّظِ بِلَفْظِ الضَّادِ إِذَا كَانَ بَعْدَهَا أَلِفٌ، بِالتَّفْخِيمِ الْبَيِّنِ، كَمَا يَلْفِظُ بِهَا إِذَا كَانَ يَحْكِي الْحُرُوفَ، فَيَقُولُ: صَادٌ، ضَادٌ. فَلَا بُدَّ مِنَ التَّحَفُّظِ بِالضَّادِ حَيْثُ وَقَعَتْ؛ فَهُوَ أَمْرٌ يُقَصِّرُ فِيهِ أَكْثَرُ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ الْقُرَّاءِ وَالْأَئِمَّةِ؛ لِصُعُوبَتِهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرُبْ فِيهِ.

فَلَا بُدَّ لِلْقَارِئِ الْمُجَوِّدِ أَنْ يَلْفِظَ بِالضَّادِ مُفَخَّمَةً، مُسْتَعْلِيَةً، مُطْبَقَةً، مُسْتَطِيلَةً، فَيُظْهِرَ صَوْتَ خُرُوجِ الرِّيحِ عِنْدَ ضَغْطِ حَافَةِ اللِّسَانِ بِمَا يَلِيهَا مِنَ الْأَضْرَاسِ عِنْدَ اللَّفْظِ بِهَا؛ وَمَتَى فَرَّطَ فِي ذَلِكَ أَتَى بِلَفْظِ الظَّاءِ أَوْ بِلَفْظِ الدَّالِ، فَيَكُونُ مُبَدِّلًا وَمُغَيِّرًا.

فَالضَّادُ أَصْعَبُ الْحُرُوفِ تَكَلُّفًا فِي الْمَخْرَجِ، وَأَشَدُّهَا صُعُوبَةً عَلَى اللَّافِظِ، فَمَتَى لَمْ يَتَكَلَّفِ الْقَارِئُ فِي إِخْرَاجِهَا عَلَى حَقِّهَا، أَتَى بِغَيْرِ لَفْظِهَا، وَأَخَلَّ بِقِرَاءَتِهِ؛ وَمَنْ تَكَلَّفَ ذَلِكَ، وَتَمَادَى عَلَيْهِ، صَارَ لَهُ التَّجْوِيدُ بِلَفْظِهَا عَادَةً وَطَبْعًا وَسَجِيَّةً.

وَإِذَا أَتَى بَعْدَ الضَّادِ حَرْفُ إِطْبَاقٍ، وَجَبَ التَّحَفُّظُ بِلَفْظِ الضَّادِ؛ لِئَلَّا يَسْبِقَ اللِّسَانُ إِلَى مَا هُوَ أَخَفُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْإِدْغَامُ؛ نَحْوَ: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾، وَ﴿أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾، وَ﴿اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾، وَ﴿ثُمَّ اضْطَرُّهُ﴾، وَشِبْهِهِ. يُبَيَّنُ فِيهِ الضَّادُ عَلَى حَقِّهَا؛ وَإِنْ غَفَلَ عَنْ ذَلِكَ انْدَغَمَتْ فِي الطَّاءِ؛ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي الصِّفَاتِ وَالْقُوَّةِ، مَعَ قُرْبِ الْمَخَارِجِ.

وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الثَّانِي مُشَدَّدًا، نَحْوَ: ﴿يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾ وَ﴿بَعْضَ الظَّالِمِينَ﴾، فَهَذَا لَيْسَ يُخَافُ مِنْ دُخُولِ الْإِدْغَامِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمُشَدَّدَ لَا يُدْغَمُ فِي شَيْءٍ أَبَدًا؛ لِأَنَّ التَّشْدِيدَ الَّذِي فِيهِ مِنَ الْإِدْغَامِ كَانَ، وَلَا يَدْخُلُ إِدْغَامٌ عَلَى إِدْغَامٍ، فَاعْرِفْ هَذَا.

---

[3] আল-আস্তারাবাযী, রুকনুদ্দীন, হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন শরফ শাহ আল-হুসাইনী (মৃত্যু: ৭১৫ হি.)। *শারহ শাফিয়্যাতি ইবনিল হাজিব*। ইদগাম: উপ-মাখরাজসমূহ (مخارج الحروف الفرعية), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯২১–৯২২। তাহকীক: ড. আব্দুল মাকসূদ মুহাম্মাদ আব্দুল মাকসূদ (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ)। প্রকাশক: মাকতাবাতুস সাকাফাতিদ্-দীনিয়্যাহ। প্রথম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.। মোট খণ্ড: ২।

وَلَكِنْ يُخَافُ أَنْ يُلْفَظَ بِالْأَوَّلِ مِثْلَ لَفْظِكَ بِالثَّانِي؛ لِتَقَارُبِ التَّشَابُهِ وَالْأَلْفَاظِ فِي الضَّادِ وَالظَّاءِ، فَيَجِبُ أَنْ تُبَيِّنَ الضَّادَ مِنَ الظَّاءِ.

'ض' অক্ষরের উচ্চারণকে 'ظ' অক্ষরের উচ্চারণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়। কারণ উভয়টিই ইতবাকবিশিষ্ট, ইস্তি'লাবিশিষ্ট এবং জাহরবিশিষ্ট অক্ষর। এদের মাখরাজের পার্থক্য এবং 'ض'-এর মধ্যে বিদ্যমান 'ইস্তিতালাহ' গুণটি না থাকলে উভয় অক্ষরের উচ্চারণ একই হয়ে যেত এবং শ্রবণের ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকত না।

সুতরাং 'ض'-এর পরে আলিফ থাকলে কারীর কর্তব্য হলো সুস্পষ্টভাবে মোটা বা ভারী করে 'ض' উচ্চারণ করা। যেমন অক্ষরগুলোর নাম বলার সময় সে বলে: صَادٌ، ضَادٌ—সাদ, দ্বাদ।

'ض'-এর পরে আলিফ থাকলে তার উচ্চারণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সুস্পষ্ট তাফখীমসহ তা উচ্চারণ করতে হবে—যেমন অক্ষরের নাম বলার সময় সাদ, দ্বাদ বলা হয়।

'ض' যেখানেই আসুক, তার বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষায় অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। আমি যত কারি ও ইমামকে দেখেছি, তাদের অধিকাংশই এ বিষয়ে ত্রুটি করে থাকেন। কারণ যে ব্যক্তি এর নিয়মিত অনুশীলন করেনি, তার জন্য এ অক্ষরটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করা কঠিন।

অতএব, বিশুদ্ধ তাজবীদসহ তিলাওয়াতকারী কারীকে 'ض' অক্ষরটি তাফখীম—মোটা ও ভারী, ইস্তি'লা—জিহ্বা উঁচুকারী, ইত্বাক—তালুর সঙ্গে সংলগ্ন এবং ইস্তিতালাহ—দীর্ঘভাবে প্রবাহিত অবস্থায় উচ্চারণ করতে হবে।

'ض' উচ্চারণের সময় জিহ্বার এক পাশকে তার সংলগ্ন পেছনের দাঁতগুলোর সঙ্গে চাপ দেওয়ার ফলে নির্গত বায়ুর আওয়াজ স্পষ্ট করতে হবে। যখনই কেউ এ বিষয়ে শৈথিল্য করবে, তখন সে 'ض'-এর পরিবর্তে 'ظ' অথবা 'د'-এর মতো ধ্বনি উচ্চারণ করবে। ফলে সে অক্ষরকে বদলে ও বিকৃত করে ফেলবে।

'ض' (দ্বাদ) অক্ষরটি মাখরাজের দিক থেকে উচ্চারণ করতে সবচেয়ে কঠিন অক্ষর এবং উচ্চারণকারীর জন্য সবচেয়ে কষ্টসাধ্য। তাই যখন কোনো কারি এটিকে তার প্রকৃত নিয়ম অনুযায়ী উচ্চারণের যথাযথ চেষ্টা করবে না, তখন সে 'ض'-এর পরিবর্তে অন্য কোনো ধ্বনি উচ্চারণ করবে এবং তার কিরাআতে ত্রুটি সৃষ্টি হবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এর সঠিক উচ্চারণে নিয়মিত অনুশীলন করবে এবং তাতে অবিচল থাকবে, তার জন্য 'ض'-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ একসময় অভ্যাস, স্বভাব ও সহজাত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে।

যখন 'ض'-এর পরে কোনো ইত্বাকবিশিষ্ট (حرف إطباق) অক্ষর আসে, তখন 'ض'-এর উচ্চারণ সংরক্ষণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। যাতে জিহ্বা সহজ পথ অবলম্বন করে ইদগামে (একীভূত উচ্চারণে) না চলে যায়। যেমন—

- ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾
- ﴿أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾
- ﴿اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾
- ﴿ثُمَّ اضْطَرُّهُ﴾

এ ধরনের স্থানে 'ض' অক্ষরকে তার প্রকৃত রূপে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে। যদি এ বিষয়ে অসতর্কতা করা হয়, তবে 'ض' 'ط'-এর মধ্যে মিশে যাবে। কারণ উভয় অক্ষরের বহু সিফাত এবং শক্তি (قوة) এক এবং তাদের মাখরাজও পরস্পরের নিকটবর্তী।

অনুরূপভাবে, যদি পরবর্তী অক্ষরটি মুশাদ্দাদ হয়, যেমন—

- ﴿يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾
- ﴿بَعْضَ الظَّالِمِينَ﴾

তাহলে এখানে 'ض' ইদগাম হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। কারণ মুশাদ্দাদ অক্ষরের মধ্যে পুনরায় ইদগাম প্রবেশ করে না। কেননা তার মধ্যে যে তাশদীদ রয়েছে, সেটিই পূর্ববর্তী ইদগামের ফল। আর এক ইদগামের ওপর আরেক ইদগাম সংঘটিত হয় না। এ বিষয়টি ভালোভাবে মনে রাখবে।

তবে এখানে অন্য একটি আশঙ্কা রয়েছে—তা হলো, প্রথম অক্ষর 'ض'-কে দ্বিতীয় অক্ষর 'ظ'-এর মতো উচ্চারণ করে ফেলা। কারণ 'ض' ও 'ظ' উচ্চারণে কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। তাই 'ض' ও 'ظ'-এর মধ্যে অবশ্যই সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখতে হবে। [4]

তিনি (মাক্কী ইবন আবী তালিব) 'ظ' অক্ষর অধ্যায়ে বলেন:

الظَّاءُ: تَخْرُجُ مِنَ الْمَخْرَجِ الْعَاشِرِ مِنْ مَخَارِجِ الْفَمِ، وَذَلِكَ مَا بَيْنَ طَرَفِ اللِّسَانِ وَأَطْرَافِ الثَّنَايَا الْعُلْيَا، وَالظَّاءُ حَرْفٌ مُطْبَقٌ مُسْتَعْلٍ مَجْهُورٌ قَوِيٌّ، فِيهَا رَخَاوَةٌ؛ وَلَوْلَا اخْتِلَافُ الْمَخْرَجَيْنِ وَالرَّخَاوَةُ، لَكَانَتِ الظَّاءُ طَاءً، إِذِ الصِّفَاتُ مُتَقَارِبَةٌ.

وَاللَّفْظُ بِالظَّاءِ إِذَا أَتَى بَعْدَهَا أَلِفٌ، كَاللَّفْظِ بِهَا فِي تَقْطِيعِ الْحُرُوفِ، إِذَا قُلْتَ: «طَاءٌ»، «ظَاءٌ». وَالظَّاءُ حَرْفٌ يُشْبِهُ لَفْظُهُ فِي السَّمْعِ الضَّادَ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ حُرُوفِ الْإِطْبَاقِ، وَمِنَ الْحُرُوفِ الْمُسْتَعْلِيَةِ، وَمِنَ الْحُرُوفِ الْمَجْهُورَةِ؛ وَلَوْلَا اخْتِلَافُ الْمَخْرَجَيْنِ، وَزِيَادَةُ الِاسْتِطَالَةِ الَّتِي فِي الضَّادِ، لَكَانَتِ الظَّاءُ ضَادًا. فَيَجِبُ عَلَى الْقَارِئِ بَيَانُ الظَّاءِ لِتَتَمَيَّزَ مِنَ الضَّادِ، وَالضَّادُ أَعْظَمُ كُلْفَةً، وَأَشَقُّ عَلَى الْقَارِئِ مِنَ الظَّاءِ. وَمَتَى قَصَّرَ الْقَارِئُ فِي تَجْوِيدِ لَفْظِ الظَّاءِ، أَخْرَجَهَا إِلَى لَفْظِ الضَّادِ، أَوْ إِلَى الذَّالِ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَذَلِكَ تَصْحِيفٌ وَخَطَأٌ ظَاهِرٌ.

وَيَجِبُ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الظَّاءَ تُشْبِهُ فِي لَفْظِهَا - أَيْضًا - الذَّالَ، فَإِذَا أَزَلْتَ لَفْظَ الْإِطْبَاقِ مِنَ الظَّاءِ، صَارَتْ ذَالًا؛ كَذَلِكَ لَوْ زِدْتَ لَفْظَ الْإِطْبَاقِ فِي الذَّالِ، لَصَارَتْ ظَاءً.

وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الظَّاءَ وَالذَّالَ مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ، وَهُمَا مَجْهُورَانِ؛ وَلَوْلَا الْإِطْبَاقُ وَالِاسْتِعْلَاءُ اللَّذَانِ فِي الظَّاءِ، لَكَانَتْ ذَالًا. فَالتَّحَفُّظُ بِإِظْهَارِ لَفْظِ الظَّاءِ؛ لِئَلَّا تَدْخُلَ فِي لَفْظِ الضَّادِ، أَوْ لَفْظِ الذَّالِ، وَاجِبٌ مُؤَكَّدٌ.

وَإِذَا وَقَعَتِ الظَّاءُ بَعْدَ ضَادٍ، كَانَ الْبَيَانُ لِلظَّاءِ آكَدَ عَلَى الْقَارِئِ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ كُلَّ حَرْفٍ حَقَّهُ مِنَ اللَّفْظِ؛ وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾، وَ﴿يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾، وَ﴿بَعْضَ الظَّالِمِينَ﴾ وَشِبْهِهِ، وَلَا بُدَّ لِلْقَارِئِ أَنْ يُبَيِّنَ لِلسَّامِعِ الضَّادَ، ثُمَّ الظَّاءَ عَلَى حَسَبِ حَقِّ كُلِّ حَرْفٍ مِنْهُمَا

'ظ' (যা) মুখের দশম মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয়। এর মাখরাজ হলো জিহ্বার অগ্রভাগ এবং উপরের সামনের দাঁতের অগ্রভাগের মধ্যবর্তী স্থান। 'ظ' একটি ইত্বাকবিশিষ্ট (مطبق), ইস্তি'লাবিশিষ্ট (مستعل), জাহরবিশিষ্ট (مجهور) ও শক্তিশালী অক্ষর, তবে এর মধ্যে রাখাওয়াহ

[4] মাক্কী ইবন আবী তালিব, আবু মুহাম্মাদ মাক্কী ইবন আবী তালিব হাম্মুশ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুখতার আল-কায়সী আল-কায়রাওয়ানী, অতঃপর আল-আন্দালুসী আল-কুরতুবী আল-মালিকী (মৃত্যু: ৪৩৭ হি.)। *আর-রিআয়াহ লি তাজবীদিল কিরাআহ ওয়া তাহকীকি লাফযিত তিলাওয়াহ*। "বাবু আদ্-দ্বাদ (باب الضاد)", পৃষ্ঠা ১২৩–১২৫। প্রকাশক: মুয়াস্সাসাতু কুরতুবাহ। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।

(رخاوة) বিদ্যমান। যদি মাখরাজের পার্থক্য এবং রাখাওয়াহ না থাকত, তাহলে 'ظ' অক্ষরটি 'ط' হয়ে যেত। কারণ এ দুই অক্ষরের সিফাত পরস্পরের খুবই নিকটবর্তী।

'ظ'-এর পরে আলিফ এলে তার উচ্চারণ ঠিক তেমনই হবে, যেমন অক্ষরের নাম উচ্চারণ করার সময় বলা হয়—طَاءٌ (ত্বা), ظَاءٌ (যা)।

'ظ' শ্রবণের দিক থেকে 'ض'-এর সঙ্গেও কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ উভয়ই ইত্বাক, ইস্তি'লা এবং জাহর-এর গুণসম্পন্ন। যদি তাদের মাখরাজের পার্থক্য এবং 'ض'-এর বিশেষ গুণ ইস্তিতালাহ (الاستطالة) না থাকত, তবে 'ظ' এবং 'ض' একই অক্ষর হয়ে যেত।

অতএব, কারীর জন্য আবশ্যক যে, তিনি 'ظ'-এর উচ্চারণ এমনভাবে স্পষ্ট করবেন যাতে তা 'ض' থেকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হয়। প্রকৃতপক্ষে 'ض' উচ্চারণ করা 'ظ'-এর তুলনায় অধিক কঠিন ও অধিক কষ্টসাধ্য। আর যদি কোনো কারি 'ظ'-এর উচ্চারণে অবহেলা করে, তবে সেটি হয় 'ض', নয়তো 'ذ'-এর মতো উচ্চারিত হবে—এ দুই অবস্থার একটিই ঘটবে। আর এটি স্পষ্ট বিকৃতি ও সুস্পষ্ট ভুল।

আরও জেনে রাখো, 'ظ' উচ্চারণের দিক থেকে 'ذ'-এর সঙ্গেও সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই যদি 'ظ' থেকে ইত্বাক গুণটি দূর করে দেওয়া হয়, তবে তা 'ذ' হয়ে যাবে। আবার যদি 'ذ'-এর মধ্যে ইত্বাক যোগ করা হয়, তবে তা 'ظ'-এ পরিণত হবে।

এর কারণ হলো, 'ظ' ও 'ذ' একই মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয় এবং উভয়ই মাজহূর অক্ষর। যদি 'ظ'-এর মধ্যে ইত্বাক ও ইস্তি'লা না থাকত, তবে সেটি 'ذ' হয়ে যেত। অতএব, 'ظ'-এর উচ্চারণকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা, যাতে তা 'ض' বা 'ذ'-এর সঙ্গে মিশে না যায়—এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জোরালো কর্তব্য।

আর যখন 'ظ'-এর আগে 'ض' আসে, তখন 'ظ'-কে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। কারির ওপর আবশ্যক যে, তিনি প্রতিটি অক্ষরকে তার পূর্ণ হক অনুযায়ী উচ্চারণ করবেন। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণীতে—

- ﴿أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾
- ﴿يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾
- ﴿بَعْضَ الظَّالِمِينَ﴾

এবং এ জাতীয় অন্যান্য স্থানে।

কারির জন্য অবশ্যই প্রয়োজন যে, তিনি শ্রোতাকে প্রথমে 'ض', অতঃপর 'ظ'—উভয় অক্ষরকে তাদের স্ব স্ব হক অনুযায়ী সুস্পষ্টভাবে শুনিয়ে দেন। [5]

আমি বলি: সুতরাং বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করুন এবং কোনো অনুচ্ছেদের একটি বাক্য বা একটি লাইন দেখে প্রতারিত হবেন না।

---

[5] *আর-রিআয়াহ লি তাজবীদিল কিরাআহ ওয়া তাহকীকি লাফযিত তিলাওয়াহ*। "বাবুয্-যা (باب الظاء)", পৃষ্ঠা ১৬১–১৬২। প্রকাশক: মুয়াস্সাসাতু কুরতুবাহ। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।

ইমাম আবু আমর আদ-দানী (মৃত্যু: 888 হিজরি) তাঁর الفَرْقُ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْكَلَامِ ''আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং প্রচলিত ভাষায় 'ض' ও 'ظ'-এর পার্থক্য'' শীর্ষক গ্রন্থে বলেন:

فَإِنَّ مِمَّا يَكْمُلُ بِهِ لِطَلَبَةِ الْقُرْآنِ تَجْوِيدُ التِّلَاوَةِ، وَيَحْصُلُ لَهُمْ بِهِ اسْمُ الدِّرَايَةِ: مَعْرِفَةُ الْفَرْقِ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاسْتِعْمَالُ اللَّفْظَيْنِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى هَيْئَتِهِ، وَإِخْرَاجُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ عَلَى حَقِيقَتِهِ. وَمَتَى لَمْ يَعْرِفِ الْقَارِئُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَلَا اسْتَعْمَلَ ذَلِكَ فِيهِمَا فِي قِرَاءَتِهِ، وَسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي لَفْظِهِ، صَارَ لَاحِنًا، مُبَدِّلًا لِلتِّلَاوَةِ، وَمُغَيِّرًا لِمَعْنَى كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ لِاخْتِلَافِ مَا بَيْنَهُمَا.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ جَائِزَةٍ خَلْفَ مَنْ لَمْ يُمَيِّزِ الضَّادَ مِنَ الظَّاءِ، وَذَلِكَ عَلَى مَا حَكَاهُ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِمَّا يَؤُولُ إِلَيْهِ ذَلِكَ مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ.

কুরআনের শিক্ষার্থীদের তিলাওয়াত পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ হওয়ার অন্যতম উপায় এবং তাদের প্রকৃত জ্ঞানী (দিরায়াতসম্পন্ন) হিসেবে গণ্য হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো—আল্লাহর কিতাবে **'ض'** (দ্বাদ) ও **'ظ'** (যা)-এর পার্থক্য জানা, এবং উভয় অক্ষরকে তাদের নিজ নিজ স্বরূপ অনুযায়ী উচ্চারণ করা ও প্রত্যেকটিকে তার প্রকৃত মাখরাজ থেকে যথাযথভাবে বের করা।

যখন কোনো কারি এ দুই অক্ষরের পার্থক্য জানে না, তিলাওয়াতে সে পার্থক্য অনুসরণ করে না এবং উচ্চারণে উভয়কে এক করে ফেলে, তখন সে লাহ্নকারী (ভুল তিলাওয়াতকারী) হয়ে যায়। সে কুরআনের তিলাওয়াতকে পরিবর্তন করে এবং আল্লাহ তাআলার কালামের অর্থও বিকৃত করে ফেলে। কারণ 'ض' ও 'ظ'-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

আমাদের মাজহাবের কিছু ফকীহ বলেছেন, যে ব্যক্তি **'ض'** ও **'ظ'**-এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, তার ইমামতিতে সালাত আদায় করা বৈধ নয়। তিনি এ মতটি বর্ণনা করেছেন এ কারণে যে, এর পরিণতি কুরআনের শব্দ ও অর্থে পরিবর্তন ও বিকৃতি ডেকে আনে। [6]

وَقَالَ:

بَابُ ذِكْرِ الْفَرْقِ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ فِي الْمَخْرَجِ، وَحَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

اعْلَمْ، نَفَعَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ، أَنَّ الضَّادَ مَخْرَجُهَا مِنْ حَافَةِ اللِّسَانِ، مِنْ أَقْصَاهَا إِلَى مَا يَلِي الْأَضْرَاسَ. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُخْرِجُهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، وَهُوَ الْأَقَلُّ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُخْرِجُهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ، وَمَخْرَجُهَا كَمَخْرَجِهَا مِنْ هَذَا سَوَاءٌ. لَيْسَ يَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعِهَا غَيْرُهَا، إِلَّا أَنَّ اللَّامَ تَخْرُجُ مِنْ حَافَةِ اللِّسَانِ، مِنْ أَدْنَاهَا إِلَى مَا يَلِي الثَّنَايَا.

وَالضَّادُ حَرْفٌ مُسْتَطِيلٌ، يَبْلُغُ بِاسْتِطَالَتِهِ إِلَى مَخْرَجِ اللَّامِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أُدْغِمَتِ اللَّامُ فِيهَا فِي نَحْوِ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾، ﴿وَالضَّلَالُ﴾ وَشِبْهِهِ. وَلَا تُدْغَمُ هِيَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُرُوفِ؛ لِانْفِرَادِهَا بِمَخْرَجِهَا، إِلَّا فِي الشِّينِ وَحْدَهَا. وَإِنَّمَا جَازَ إِدْغَامُهَا فِيهَا؛ لِأَنَّ الشِّينَ فِيهَا تَفَشٍّ يُقَرِّبُهَا مِنْ مَخْرَجِ الضَّادِ.

وَالضَّادُ مَجْهُورَةٌ، وَالْجَهْرُ: الْإِعْلَانُ؛ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ قَوِيٌّ فِي مَوْضِعِهَا حَتَّى مَنَعَ التَّفَشِّيَ أَنْ يَجْرِيَ مَعَهُ، فَصَارَتْ بِذَلِكَ رَخْوَةً، وَهِيَ أَيْضًا مُطْبَقَةٌ مُسْتَعْلِيَةٌ؛ لِأَنَّ اللِّسَانَ يَنْطَبِقُ بِهَا عَلَى الْحَنَكِ، وَيَعْلُو إِلَى جِهَتِهِ.

---

[6] আদ-দানী, আবু আমর উসমান ইবন সাঈদ ইবন উসমান ইবন উমর (মৃত্যু: 888 হি.)। *আল-ফারক বাইনাদ-দ্বাদি ওয়াজ-যা ফী কিতাবিল্লাহি 'আযযা ওয়া জাল্লা ওয়া ফিল মাশহুরি মিনাল কালাম* (আল্লাহ তাআলার কিতাব ও প্রচলিত ভাষায় 'ض' ও 'ظ'-এর পার্থক্য)। পৃষ্ঠা ২৯–৩০। তাহকীক: হাতিম সালিহ আদ্-দামিন। প্রকাশক: দারুল বাশায়ির, দামেস্ক। প্রথম সংস্করণ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.। মোট পৃষ্ঠা: ১৪৩।

فَهٰذِهِ حَالُ الضَّادِ.

وَأَمَّا الظَّاءُ، فَمَخْرَجُهَا مَا بَيْنَ طَرَفِ اللِّسَانِ وَأَطْرَافِ الثَّنَايَا الْعُلْيَا، خَارِجًا طَرَفُهُ قَلِيلًا، وَيَخْرُجُ مَعَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الذَّالُ وَالثَّاءُ.

وَالظَّاءُ مَجْهُورَةٌ رَخْوَةٌ مُسْتَعْلِيَةٌ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الضَّادِ إِنَّمَا هُوَ الْمَخْرَجُ وَالِاسْتِطَالَةُ لَا غَيْرُ، وَهِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مُوَافِقَةٌ لَهَا فِي الْجَهْرِ وَالرَّخَاوَةِ وَالْإِطْبَاقِ وَالِاسْتِعْلَاءِ.

قَالَ أَبُو عَمْرٍو: وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ مَنْ يَدَّعِي الْقِرَاءَةَ وَالْعَرَبِيَّةَ بِزَعْمِهِ، وَهُوَ عَنْهُمَا بِمَعْزِلٍ، يَقُولُ فِي كِتَابٍ لَهُ: إِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا هُوَ أَنَّ الظَّاءَ مَهْمُوسَةٌ غَيْرُ مَجْهُورَةٍ وَلَا مُطْبَقَةٍ، وَأَنَّ الضَّادَ مَجْهُورَةٌ مُطْبَقَةٌ.

قَالَ: وَلَوْلَا الْجَهْرُ وَالْإِطْبَاقُ اللَّذَانِ فِيهَا لَكَانَتْ ظَاءً.

وَهَذَا فَرْطُ غَبَاءٍ مِنْ قَائِلِهِ، يُخْرِجُهُ عَنْ جُمْلَةِ مُنْتَحِلِي الْقِرَاءَةِ وَالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْمُبْتَدِئِينَ الْأَصَاغِرِ، فَضْلًا عَنِ الْمُقْرِئِينَ وَالْمُعْرِبِينَ الْأَكَابِرِ.

وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذَا تَحْذِيرًا مِنْ أُغْلُوطَتِهِ، وَتَنْبِيهًا عَلَى غَبَاوَتِهِ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

তিনি আরও বলেন: ''মাখরাজের দিক থেকে 'ض' ও 'ظ'-এর পার্থক্য এবং উভয় অক্ষরের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা''

জেনে রাখুন—আল্লাহ আমাদের ও আপনাকে উপকৃত করুন—'ض' (দ্বাদ)-এর মাখরাজ হলো জিহ্বার এক পাশের কিনারা, এর একেবারে পেছনের অংশ থেকে সংলগ্ন পেছনের দাঁত (মাড়ির) পর্যন্ত। কেউ এটি জিহ্বার ডান পাশ থেকে উচ্চারণ করেন—এরা সংখ্যায় কম। আবার অধিকাংশ মানুষ বাম পাশ থেকে উচ্চারণ করেন। উভয় পদ্ধতিই একই মাখরাজের অন্তর্ভুক্ত।

এই মাখরাজ থেকে 'ض' ছাড়া অন্য কোনো অক্ষর উচ্চারিত হয় না। তবে 'ل' (লাম)-ও জিহ্বার কিনারা থেকে বের হয়, কিন্তু তা জিহ্বার সামনের অংশ থেকে সামনের দাঁতের দিকে অবস্থিত স্থানে উচ্চারিত হয়।

'ض' একটি মুস্তাতীল (দীর্ঘভাবে প্রসারিত) অক্ষর। এর ইস্তিতালাহ এতদূর বিস্তৃত হয় যে, তা 'লাম'-এর মাখরাজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ কারণেই ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾, ﴿الضَّلَالُ﴾ ইত্যাদি স্থানে লাম 'ض'-এর মধ্যে ইদগাম হয়।

অন্যদিকে, 'ض' নিজে কোনো অক্ষরের মধ্যে ইদগাম হয় না; কারণ এর মাখরাজ স্বতন্ত্র। তবে শুধু 'ش' (শীন)-এর ক্ষেত্রে এর ইদগাম বৈধ ধরা হয়েছে। কারণ 'শীন'-এর তাফাশশী (বায়ুর বিস্তার) তাকে 'ض'-এর মাখরাজের নিকটবর্তী করে।

'ض' একটি মাজহূর অক্ষর। জাহর অর্থ ধ্বনির স্পষ্ট প্রকাশ। এর মাখরাজে জিহ্বার চাপ এত প্রবল যে, তাফাশশি বা বায়ু অবাধে প্রবাহিত হতে পারে না। ফলে এটি রাখওয়াহ-এর গুণ ধারণ করে। একই সঙ্গে এটি মুতবাক (ইত্বাকবিশিষ্ট) ও মুস্তা'লী (উচ্চ জিহ্বাবিশিষ্ট) অক্ষর। কারণ এটি উচ্চারণের সময় জিহ্বা তালুর সঙ্গে লেগে যায় এবং উপরের দিকে উঠে আসে।

এটাই 'ض'-এর বৈশিষ্ট্য।

আর 'ظ' (যা)-এর মাখরাজ হলো জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের সামনের দাঁতের অগ্রভাগের মধ্যবর্তী স্থান, যেখানে জিহ্বার অগ্রভাগ সামান্য বাইরে বের হয়। এই একই মাখরাজ থেকে 'ذ' ও 'ث'-ও উচ্চারিত হয়।

‘ظ’ একটি মাজহূর, রাখওয়াহ ও মুস্তা‘লী অক্ষর। অতএব ‘ض’ ও ‘ظ’-এর পার্থক্য কেবল দুটি বিষয়ে—মাখরাজ এবং ‘ض’-এর বিশেষ গুণ ‘ইস্তিতালাহ’। এর বাইরে উভয় অক্ষর জাহর, রাখওয়াহ, ইত্বাক ও ইস্তি‘লা—এই গুণাবলীতে পরস্পরের সঙ্গে একমত।

এরপর আবু আমর আদ-দানী বলেন:

আমি এমন একজনকে দেখেছি, যে নিজেকে কিরাআত ও আরবি ভাষার বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে উভয় বিদ্যা থেকেই বহু দূরে। সে তার এক গ্রন্থে লিখেছে যে, ‘ض’ ও ‘ظ’-এর পার্থক্য হলো—‘ظ’ মাহমূস (নিঃশ্বাসযুক্ত), মাজহূর নয় এবং মুতবাকও নয়; আর ‘ض’ মাজহূর ও মুতবাক।

সে আরও বলেছে:

‘ض’-এর মধ্যে যদি জাহর ও ইত্বাক না থাকত, তবে তা ‘ظ’ হয়ে যেত।

আবু আমর আদ-দানী এ বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করে বলেন:

এ কথা তার চরম মূর্খতার পরিচায়ক। এ ধরনের বক্তব্য তাকে কিরাআত ও আরবি ভাষার শিক্ষানবিশদের কাতার থেকেও বাইরে নিয়ে যায়; বড় মাপের কিরাআতবিশারদ ও ভাষাবিদদের কথা তো দূরের কথা।

শেষে তিনি বলেন:

আমি এ কথা শুধু তার এই গুরুতর ভুল সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করার জন্য এবং তার অজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করেছি। আর তাওফীক একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই। [7]

---

[7] আদ-দানী, আবু আমর উসমান ইবন সাঈদ ইবন উসমান ইবন উমর (মৃত্যু: ৪৪৪ হি.)। *আল-ফারক্ব বাইনাদ্-দ্বাদি ওয়াজ্-যা ফী কিতাবিল্লাহি ‘আযযা ওয়া জাল্লা ওয়া ফিল মাশহূরি মিনাল কালাম* (আল্লাহ তাআলার কিতাব ও প্রচলিত ভাষায় ‘ض’ ও ‘ظ’-এর পার্থক্য)। “মাখরাজের দিক থেকে ‘ض’ ও ‘ظ’-এর পার্থক্য এবং উভয় অক্ষরের বৈশিষ্ট্য” (باب ذكر الفرق بين الضاد والظاء في المخرج، وحال كل واحد منهما), পৃষ্ঠা ৩২–৩৪। তাহকীক: হাতিম সালিহ আদ্-দামিন। প্রকাশক: দারুল বাশায়ির, দামেস্ক। প্রথম সংস্করণ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.। মোট পৃষ্ঠা: ১৪৩।

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) (মৃত্যু: ৬৭৬ হিজরি) 'আল-আযকার' গ্রন্থে বলেন

وَلَوْ قَالَ: ﴿وَلَا الظَّالِّينَ﴾ بِالظَّاءِ، بَطُلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَعْجِزَ عَنِ الضَّادِ بَعْدَ التَّعَلُّمِ فَيُعْذَرَ.

যদি কেউ ''وَلَا الضَّالِّينَ'' এর স্থলে 'ظ' দিয়ে ''وَلَا الظَّالِّينَ'' পড়ে, তবে অধিক গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তবে শিক্ষা গ্রহণের পরও যদি সে 'ض' উচ্চারণে অক্ষম হয়, তাহলে সে ওযরগ্রস্ত (মা'যূর) হিসেবে গণ্য হবে।[8]

তিনি 'আল-মাজমূ'' গ্রন্থে বলেন:

تَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ بِجَمِيعِ حُرُوفِهَا وَتَشْدِيدَاتِهَا، وَهُنَّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ تَشْدِيدَةً، فِي الْبَسْمَلَةِ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ. فَلَوْ أَسْقَطَ حَرْفًا مِنْهَا، أَوْ خَفَّفَ مُشَدَّدًا، أَوْ أَبْدَلَ حَرْفًا بِحَرْفٍ مَعَ صِحَّةِ لِسَانِهِ، لَمْ تَصِحَّ قِرَاءَتُهُ. وَلَوْ أَبْدَلَ الضَّادَ بِالظَّاءِ، فَفِي صِحَّةِ قِرَاءَتِهِ وَصَلَاتِهِ وَجْهَانِ لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ.

قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ، وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ: أَصَحُّهُمَا: لَا تَصِحُّ، وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: كَمَا لَوْ أَبْدَلَ غَيْرَهُ . وَالثَّانِي: تَصِحُّ؛ لِعُسْرِ إِدْرَاكِ مَخْرَجِهِمَا عَلَى الْعَوَامِّ وَشِبْهِهِمْ.

সালাতে সূরা আল-ফাতিহা তার সমস্ত অক্ষর এবং সব তাশদীদসহ পড়া ফরজ। এতে মোট চৌদ্দটি তাশদীদ রয়েছে, যার মধ্যে তিনটি 'বিসমিল্লাহ'-এ।

অতএব, যদি কেউ এর কোনো একটি অক্ষর বাদ দেয়, অথবা কোনো মুশাদ্দাদ অক্ষরকে তাশদীদ ছাড়া পড়ে, অথবা তার জিহ্বা সুস্থ থাকা সত্ত্বেও একটি অক্ষরের পরিবর্তে অন্য অক্ষর পড়ে, তবে তার কিরাআত সহীহ হবে না। আর যদি কেউ 'ض'-এর পরিবর্তে 'ظ' পড়ে, তবে তার কিরাআত ও সালাতের সহীহ হওয়ার বিষয়ে শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-জুওয়াইনীর দুটি মত রয়েছে। ইমামুল হারামাইন, ইমাম গাজ্জালী তাঁর 'আল-বাসীত' গ্রন্থে, ইমাম রাফিঈ এবং অন্যান্য আলিম বলেছেন: এ দুই মতের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হলো—তার কিরাআত ও সালাত সহীহ হবে না। কাজী আবু ত্বয়্যিবও এ মতকেই চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করেছেন।

শাইখ আবু হামিদ বলেন: এটি অন্য কোনো অক্ষরকে অন্য অক্ষর দিয়ে বদলে দেওয়ার মতোই। দ্বিতীয় মত হলো: কিরাআত ও সালাত সহীহ হবে। কারণ সাধারণ মানুষ এবং তাদের মতো ব্যক্তিদের জন্য 'ض' ও 'ظ'-এর মাখরাজ সঠিকভাবে আয়ত্ত করা কঠিন। [9]

ইমাম নববী 'মিনহাজুত ত্বালিবীন' গ্রন্থে বলেন وَلَوْ أَبْدَلَ ضَادًا بِظَاءٍ، لَمْ تَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ.

যদি কেউ 'ض'-এর পরিবর্তে 'ظ' পড়ে, তবে অধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তার কিরাআত সহীহ হবে না। [10]

---

[8] আন-নববী, আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবন শারাফ (মৃত্যু: ৬৭৬ হি.)। *আল-আযকার*। ''বাবুল কিরাআতি বা'দাত্-তা'আউউয (باب القراءة بعد التعوذ)'', পৃষ্ঠা ৪৭। তাহকীক: শাইখ আব্দুল কাদির আল-আরনাউত (রহিমাহুল্লাহ)। প্রকাশক: দারুল ফিকর লিত্-তিবা'আহ ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী', বৈরুত। পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রি.। মোট পৃষ্ঠা: ৪১৩।

[9] আন-নববী, আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবন শারাফ (মৃত্যু: ৬৭৬ হি.)। *আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব*। কিতাবুস সালাত: সালাতে সূরা আল-ফাতিহা ও অন্যান্য কিরাআত-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা (كتاب الصلاة: مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة), খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৯২–৩৯৩। প্রকাশক: আত্-তিবা'আতুল মুনীরিয়্যাহ, কায়রো।

[10] আন-নববী, আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবন শারাফ (মৃত্যু: ৬৭৬ হি.)। *মিনহাজুত ত্বালিবীন ওয়া 'উমদাতুল মুফতীন ফিল ফিকহ*। কিতাবুস সালাত: বাবু সিফাতিস সালাত (كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة),

ইমাম ইবনুল জাযারী (মৃত্যু: ৮৩৩ হিজরি) মুকাদ্দিমা জাযারিয়্যাতে বলেন,

وَالضَّادَ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِ ... مَيِّزْ مِنَ الظَّاءِ

'ض' অক্ষরকে তার বিশেষ গুণ 'ইস্তিতালাহ' এবং স্বতন্ত্র মাখরাজের মাধ্যমে 'ظ' থেকে পৃথকভাবে উচ্চারণ কর। [11]

তিনি 'আন-নাশর ফিল কিরাআতিল 'আশর' গ্রন্থে বলেন:

وَالضَّادِ وَالظَّاءِ اشْتَرَكَا صِفَةً وَجَهْرًا وَرَخَاوَةً وَاسْتِعْلَاءً وَإِطْبَاقًا، وَافْتَرَقَا مَخْرَجًا، وَانْفَرَدَتِ الضَّادُ بِالِاسْتِطَالَةِ

'ض' ও 'ظ' পরস্পরের সঙ্গে জাহর, রাখাওয়াহ, ইস্তি'লা এবং ইতবাক এই গুণাবলীতে অভিন্ন। তবে তারা মাখরাজে ভিন্ন। আর 'ض' এককভাবে 'ইস্তিতালাহ' গুণের অধিকারী। [12]

তিনি আরও বলেন:

وَالضَّادُ :انْفَرَدَ بِالِاسْتِطَالَةِ، وَلَيْسَ فِي الْحُرُوفِ مَا يَعْسُرُ عَلَى اللِّسَانِ مِثْلُهُ. فَإِنَّ أَلْسِنَةَ النَّاسِ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ، **وَقَلَّ مَنْ يُحْسِنُهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يُخْرِجُهُ ظَاءً**، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْزُجُهُ بِالذَّالِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ لَامًا مُفَخَّمَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُشِمُّهُ الزَّايَ. وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ

'ض' অক্ষর 'ইস্তিতালাহ' গুণে স্বতন্ত্র। সমগ্র আরবি অক্ষরের মধ্যে এমন কোনো অক্ষর নেই, যার উচ্চারণ জিহ্বার জন্য 'ض'-এর মতো এত কঠিন। মানুষের জিহ্বা এ অক্ষর উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, এবং খুব কম মানুষই এটিকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে—

- কেউ 'ض'-কে 'ظ'-এর মতো উচ্চারণ করে;
- কেউ এটিকে 'ذ'-এর সঙ্গে মিশিয়ে উচ্চারণ করে;
- কেউ এটিকে মোটা (তাফখীমযুক্ত) 'ل'-এর মতো উচ্চারণ করে;
- আবার কেউ এর মধ্যে **'ز'**-এর আভাস এনে উচ্চারণ করে।

এসবের কোনোটিই বৈধ নয়। [13]

وقال: أَصْلَ الْخَلَلِ الْوَارِدِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْقُرَّاءِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ وَمَا الْتَحَقَ بِهَا هُوَ إِطْلَاقُ التَّفْخِيمَاتِ وَالتَّغْلِيظَاتِ عَلَى طَرِيقٍ أَلِفَتْهَا الطِّبَاعَاتُ، تُلُقِّيَتْ مِنَ الْعَجَمِ، وَاعْتَادَتْهَا النَّبَطُ وَاكْتَسَبَهَا بَعْضُ الْعَرَبِ، حَيْثُ لَمْ يَقِفُوا عَلَى الصَّوَابِ مِمَّنْ يُرْجَعُ إِلَى عِلْمِهِ، وَيُوثَقُ بِفَضْلِهِ وَفَهْمِهِ، وَإِذَا انْتَهَى الْحَالُ إِلَى هَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ قَانُونٍ صَحِيحٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَمِيزَانٍ مُسْتَقِيمٍ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ

পৃষ্ঠা ২৬। তাহকীক: আওয়াদ কাসিম আহমাদ আওয়াদ। প্রকাশক: দারুল ফিকর। প্রথম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৫ খ্রি.। মোট পৃষ্ঠা: ৩৭০।

11 ইবনুল জাযারী, মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ (মৃত্যু: ৮৩৩ হি.)। *আল-মুকাদ্দিমাহ ফীমা 'আলা ক্বারিইল কুরআনি আন্ ইয়ালামাহ (আল-জাযারিয়্যাহ)*। "ফিয্-যা'আত (في الظاءات)", পৃষ্ঠা ৭২। তাহকীক: ড. আব্দুল মুহসিন ইবন মুহাম্মাদ আল-কাসিম। ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। মোট পৃষ্ঠা: ১০২।

12 ইবনুল জাযারী, শামসুদ্দীন আবুল খায়র মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ (মৃত্যু: ৮৩৩ হি.)। *আন-নাশর ফিল কিরাআতিল 'আশর*। "এ বিদ্যা অধ্যয়ন শুরুর পূর্বে শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য কিছু বিষয়: তাজবীদ বিষয়ক অধ্যায়—যা উদ্দেশ্যসমূহকে সমন্বিত করেছে এবং উপকারী আলোচনা সন্নিবেশিত করেছে"

(فوائد لابد من معرفتها لمريد هذا العلم قبل الأخذ فيه، فصل في التجويد جامع للمقاصد حاوي للفوائد), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১৪। তাহকীক: শাইখ আলী মুহাম্মাদ আদ্-দাব্বা' (মৃত্যু: ১৩৮০ হি.)। প্রকাশক: আল-মাতবা'আতুত তিজারিয়্যাতুল কুবরা। মোট খণ্ড: ২।

13 *আন-নাশর ফিল কিরাআতিল 'আশর*। খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১৯।

তিনি আরও বলেন:

এ সকল দেশ এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ক্বারীদের জিহ্বায় যে ত্রুটিগুলো দেখা যায়, তার মূল কারণ হলো—তাফখীম ও তাগলীয (অক্ষর মোটা ও ভারী করার নিয়ম)-এ এমন এক পদ্ধতির অনুসরণ, যা মানুষের স্বভাবে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ পদ্ধতি অনারবদের (عجم) কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, নাবাতিদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে এবং কিছু আরবও তা গ্রহণ করেছে। কারণ তারা এমন নির্ভরযোগ্য আলিমদের কাছে পৌঁছাতে পারেনি, যাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মর্যাদার ওপর আস্থা রাখা যায় এবং যাদের কাছ থেকে সঠিক পদ্ধতি শেখা সম্ভব।

যখন অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন অবশ্যই এমন একটি বিশুদ্ধ নীতি (কানুন) থাকা প্রয়োজন, যার কাছে প্রত্যাবর্তন করা হবে; এবং এমন একটি সঠিক মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন, যার ওপর নির্ভর করা হবে।[14]

ইমাম আলী আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ) (মৃত্যু: ১০১৪ হিজরি) তাঁর 'শারহুল ফিকহিল আকবার' গ্রন্থে বলেন:

وَفِي الْمُحِيطِ: سُئِلَ الْإِمَامُ الْفَضْلِيُّ عَمَّنْ يَقْرَأُ الظَّاءَ الْمُعْجَمَةَ مَكَانَ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، أَوْ يَقْرَأُ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ مَكَانَ أَصْحَابِ النَّارِ، أَوْ عَلَى الْعَكْسِ، فَقَالَ: لَا تَجُوزُ إِمَامَتُهُ، وَلَوْ تَعَمَّدَ يَكْفُرُ.

قُلْتُ: أَمَّا كَوْنُ تَعَمُّدِهِ كُفْرًا، فَلَا كَلَامَ فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ لُغَتَانِ.

'আল-মুহীত' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম আল-ফাদ্বলীকে এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে 'ض' (দ্বাদ)-এর স্থলে 'ظ' (যা) পড়ে, অথবা 'أصحاب الجنة' (জান্নাতবাসী)-এর স্থলে 'أصحاب النار' (জাহান্নামবাসী) পড়ে, কিংবা এর উল্টোটি পড়ে। তিনি উত্তরে বলেন: "এমন ব্যক্তির ইমামতি বৈধ নয়। আর যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন করে, তবে সে কুফরিতে পতিত হবে।"

আলী আল-কারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

"ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের পরিবর্তন কুফর—এ বিষয়ে কোনো আলোচনা নেই, যদি এ দুটি রূপকে স্বীকৃত ভাষারূপ বলা না যায়। [15]

ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে আছে,

سُئِلَ (الفضلي) عَمَّنْ يَقْرَأُ الزَّايَ مَقَامَ الصَّادِ وَقَرَأَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ مَقَامَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالَ :لَا تَجُوزُ إِمَامَتُهُ وَلَوْ تَعَمَّدَ يَكْفُرُ

ইমাম আল-ফাদ্বলীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে, যে 'ص' (সাদ)-এর স্থলে 'ز' (যায়) পড়ে এবং

---

14 *আন-নাশর ফিল কিরাআতিল 'আশর*। খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১৫।

15 আলী আল-কারী, নূরুদ্দীন আলী ইবন সুলতান মুহাম্মাদ আল-হারাভী (মৃত্যু: ১০১৪ হি.)। *শারহুল ফিকহিল আকবার*। "সালাতে কিরাআত বিষয়ক অধ্যায়" (فصل في القراءة في الصلاة), পৃষ্ঠা ২৮৭। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ (জান্নাতবাসীগণ)-এর স্থলে ﴿أَصْحَابُ النَّارِ﴾ (জাহান্নামবাসীগণ) পড়ে। তিনি উত্তরে বলেন: ''এমন ব্যক্তির ইমামতি বৈধ নয়। আর যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন করে, তবে সে কুফরিতে পতিত হবে।'' .[16]

ফাতাওয়া ক্বাদীখানের যে ইবারত নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছেঃ

وَأَمَّا إِذَا أَخْطَأَ بِذِكْرِ حَرْفٍ مَكَانَ حَرْفٍ فِي كَلِمَةٍ، وَلَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَعْنَى بِأَنْ قَرَأَ إِنَّ الْمُسْلِمُونَ إِنَّ الظَّالِمُونَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ بِالْخَطَإِ مَا يُفْهَمُ بِالصَّوَابِ، وَكَذَا لَوْ قَرَأَ أَيَّابًا مَكَانَ أَوَّابًا، لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ، وَإِنْ ذَكَرَ حَرْفًا مَكَانَ حَرْفٍ وَغَيَّرَ الْمَعْنَى، فَإِنْ أَمْكَنَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْحَرْفَيْنِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ كَالطَّاءِ مَعَ الصَّادِ، فَقَرَأَ الطَّالِحَاتِ مَكَانَ الصَّالِحَاتِ، تَفْسُدُ صَلَاتُهُ عِنْدَ الْكُلِّ، وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْحَرْفَيْنِ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ كَالظَّاءِ مَعَ الضَّادِ وَالصَّادِ مَعَ السِّينِ وَالطَّاءِ مَعَ التَّاءِ، اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ، قَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ.

আর যদি কেউ একটি শব্দে একটি অক্ষরের পরিবর্তে অন্য অক্ষর উচ্চারণ করে, কিন্তু এর ফলে অর্থ পরিবর্তিত না হয়—যেমন ﴿إِنَّ الْمُسْلِمُونَ﴾ ﴿إِنَّ الظَّالِمُونَ﴾পড়ে কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো উদাহরণ—তাহলে তার সালাত নষ্ট হবে না। কারণ এতে অর্থের পরিবর্তন ঘটে না; কেননা ভুল উচ্চারণে যে অর্থ বোঝা যায়, শুদ্ধ উচ্চারণেও সেই অর্থই বোঝা যায়। অনুরূপভাবে, যদি ﴿أَوَّابًا﴾ এর পরিবর্তে ﴿أَيَّابًا﴾ পড়ে, তবুও তার সালাত নষ্ট হবে না।

তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, এ ক্ষেত্রে তার সালাত নষ্ট হবে; কারণ أَيَّابًا কুরআনের শব্দ নয়।

আর যদি কেউ একটি অক্ষরের পরিবর্তে অন্য অক্ষর পড়ে এবং এর ফলে অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলে যদি উভয় অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য করা কোনো কষ্ট ছাড়াই সম্ভব হয়, যেমন ط ও ص—আর সে ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ (সৎ নারীগণ)-এর পরিবর্তে ﴿الطَّالِحَاتِ﴾ (অসৎ নারীগণ) পড়ে, তবে সকল আলিমের মতে তার সালাত নষ্ট হবে।

কিন্তু যদি উভয় অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য করা কষ্টসাধ্য হয়, যেমন দ্বাদ ও যা, সোয়াদ ও সীন, তা ও ত্বা, তাহলে এ বিষয়ে মাশায়েখদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের অধিকাংশের মতে, এ ক্ষেত্রে তার সালাত নষ্ট হবে না। [17]

قُلْتُ: قَوْلُهُ: "لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ" هَذَا فِي حَقِّ أَهْلِ الْأَعْذَارِ، مِمَّنْ لَا يَتَعَمَّدُ هَذَا اللَّحْنَ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ. وَالْقُرْآنُ هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ لَفْظًا، وَمِنْ شُرُوطِ الْقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ صِحَّةُ

---

16 *আল-ফাতাওয়াল আলমগীরিয়্যাহ* (যা *আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ* নামেও পরিচিত), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮১। সংকলন: একদল আলিম, প্রধান সম্পাদক: শাইখ নিজামুদ্দীন আল-বুরহানপুরী আল-বালখী। সম্রাট মুহাম্মাদ আওরঙ্গজেব আলমগীর-এর নির্দেশে প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১০ হিজরি। প্রকাশক: আল-মাতবা'আতুল কুবরা আল-আমীরিয়্যাহ, বুলাক, মিসর। (পরবর্তীতে দারুল ফিকর, বৈরুতসহ অন্যান্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত)। মোট খণ্ড: ৬।

17 ফতোয়া কাদ্বী খান ১ম খন্ড পৃ ১২৯।

السَّنَدِ بِالْقِرَاءَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مَعَ تَوَاتُرِهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ. وَالْقِرَاءَاتُ وَالرِّوَايَاتُ وَالطُّرُقُ مَعْرُوفَةٌ بِقُرَّائِهَا وَرُوَاتِهَا، فَمَا لَمْ يُوَافِقْ طَرِيقًا أَوْ رِوَايَةً أَوْ قِرَاءَةً فَلَيْسَ بِالْقُرْآنِ. وَمَنْ قَرَأَ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وَالْأَمْرُ لَا يَؤُولُ إِلَى فَتْوَى أَحَدٍ، بَلْ يَسْتَنِدُ إِلَى طَرِيقٍ وَرِوَايَةٍ وَقِرَاءَةٍ. فَالْقُرْآنُ كَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَالْقُرْآنُ كَمَا قَرَأَ وَنَطَقَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لَا كَمَا نَطَقَ بِهِ الْمَعْذُورُ وَ الْجُهَّالُ مِنَ النَّاسِ.

الْقُرْآنُ وَحْيٌ، وَكَذَا تِلَاوَتُهُ، وَلَا يُعَدَّلُ الْوَحْيُ بِالْفَتَاوَى، بَلْ تُعَدَّلُ الْفَتَاوَى بِالْوَحْيِ.

আমি বলি: তাঁর বক্তব্য—"তার সালাত নষ্ট হবে না"—এটি সেইসব ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা ওযরগ্রস্ত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের লাহ্ন (উচ্চারণগত ভুল) করে না। একাধিক ইমাম এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

কুরআন হলো সেই কিতাব, যা শব্দ ও ভাষাসহ আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর বিশুদ্ধ কিরাআতের অন্যতম শর্ত হলো, সেই কিরাআতের সনদ রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত সহীহভাবে পৌঁছানো, এবং তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুতাওয়াতির হওয়া।

কিরাআত, রিওয়ায়াত ও তরিকসমূহ তাদের নিজ নিজ ক্বারী ও রাবীদের মাধ্যমে সুপরিচিত ও সংরক্ষিত। অতএব, যা কোনো স্বীকৃত তরিক, রিওয়ায়াত বা কিরাআতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তা কুরআন নয়। আর যে ব্যক্তি সালাতে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু পাঠ করে, তার সালাত বাতিল হয়ে যায়।

এ বিষয়টি কোনো ব্যক্তির ফতোয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং স্বীকৃত তরিক, রিওয়ায়াত ও কিরাআতের ওপরই ভিত্তিশীল। সুতরাং, কুরআন সেইভাবেই, যেভাবে তা নবী ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে; এবং কুরআন সেইভাবেই, যেভাবে নবী ﷺ তা তিলাওয়াত করেছেন ও উচ্চারণ করেছেন— অপারগ ও অজ্ঞদের উচ্চারণের অনুসরণে নয়।

কুরআনের শব্দাবলি যেমন ওহির মাধ্যমে অবতীর্ণ, তেমনি তার তিলাওয়াতের পদ্ধতিও নবী ﷺ থেকে ওহির ভিত্তিতেই সংরক্ষিত। সুতরাং ফতোয়ার মাধ্যমে ওহিকে পরিবর্তন করা যায় না; বরং প্রত্যেক ফতোয়াকে ওহির মানদণ্ডে যাচাই ও সংশোধন করতে হয়।

ক্বাদ্বীখানের ফতোয়ার অপব্যবহারঃ

কিছু লোক ক্বাদ্বীখানের ফতোয়ার মর্ম না বুঝেই শর্তহীনভাবে বলে দিয়েছেন। যেমন আজীমাবাদী।

আজীমাবাদী আউনুল মা'বূদে বলেন,

وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ لَوْ قَرَأَ الضَّالِّينَ بِالظَّاءِ مَكَانَ الضَّادِ أَوْ بِالذَّالِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَلَوْ قَرَأَ الذَّالِّينَ بِالدَّالِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ انْتَهَى

وَقَدْ طَالَ النِّزَاعُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا

فَقِيلَ لَا يُقْرَأُ الضَّادُ مُشَابَهَةً بِالظَّاءِ وَمَنْ قَرَأَ هَكَذَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ بَلْ يُقْرَأُ الضَّادُ مُشَابَهَةً بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَهَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِخْرَاجِ الضَّادِ مِنْ مَخْرَجِهَا فَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ الضَّادَ مُشَابَهَةً بِالظَّاءِ لِأَنَّ الضَّادَ تُشَارِكُ الظَّاءَ فِي صِفَاتِهَا كُلِّهَا وَيَزِيدُ عَلَيْهَا بِالِاسْتِطَالَةِ فَلَوْلَا اخْتِلَافُ الْمَخْرَجَيْنِ وَالِاسْتِطَالَةُ فِي الضَّادِ

لَكَانَتْ ظَاءً وَلَا يُقْرَأُ الضَّادُ مُشَابَهَةً بِالدَّالِ أَبَدًا وَهَذَا قَوْلُ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ السَّيِّدِ نَذِيرٌ حُسَيْنُ الدَّهْلَوِيِّ وَشَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الْقَاضِي بَشِيرِ الدِّينِ الْقِنَّوْجِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

ফাতাওয়া ক্বাদ্বীখান'-এ রয়েছে: যদি কেউ 'الضَّالِّينَ' শব্দে 'ض'-এর পরিবর্তে 'ظ' অথবা 'ذ' পড়ে, তবে তার সালাত নষ্ট হবে না। কিন্তু যদি 'د' দিয়ে 'الدَّالِّينَ' পড়ে, তবে তার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। সমাপ্ত।

এ মাসআলাটি নিয়ে অতীতে ও বর্তমানে দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, 'ض' অক্ষরকে 'ظ'-এর অনুরূপ করে পড়া যাবে না; যে এভাবে পড়বে, তার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। বরং 'ض'-কে 'د' (মুহমালাহ)-এর অনুরূপ করে পড়তে হবে। কিন্তু এ বক্তব্য ভিত্তিহীন ও প্রত্যাখ্যাত।

অপরদিকে, একদল ইমাম বলেছেন:

যে ব্যক্তি 'ض' অক্ষরকে তার প্রকৃত মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করতে সক্ষম নয়, তার জন্য 'ض'-কে 'ظ'-এর ন্যায় উচ্চারণ করা বৈধ। কারণ 'ظ' 'ض'-এর সমস্ত সিফাতে শরিক; শুধু 'ض'-এর মধ্যে 'ইস্তিতালাহ' (الاستطالة) অতিরিক্ত একটি গুণ রয়েছে। সুতরাং, যদি উভয়ের মাখরাজের পার্থক্য এবং 'ض'-এর ইস্তিতালাহ না থাকত, তবে 'ظ' 'ض' হয়ে যেত।

কিন্তু 'ض'-কে কখনোই 'د'-এর অনুরূপ করে পড়া যাবে না।

এটিই আমাদের শাইখ, মহামান্য আল্লামা সাইয়্যিদ নাযীর হুসাইন আদ-দেহলভী এবং আমাদের শাইখ, মহামান্য আল্লামা কাজী বশীরুদ্দীন আল-কান্নাওজী (রহিমাহুমাল্লাহ)-এর অভিমত। [18]

দারুল ইফতা, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্থান এর ফাতোয়ায় একটি প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে

واضح رہے کہ "ض" کو اس کے مخرج سے ہی پڑھنا چاہیے، "ض" کا تلفظ "د" کرنا غلط ہے، اس طرح کرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، لہذا صورتِ مسئولہ میں " و الا الضالین" کو " الدالین" پڑھنا درست نہیں، ایسے پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، البتہ اگر کسی نے سہواً "الضالین" کو " الظالین" پڑھ لیا تو نماز ہوجائے گی، فاسد نہ ہوگی۔

فتاوى قاضيخان في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان میں ہے:

"و إن ذكر حرفًا مكان حرف و غير المعني، فإن أمكن الفصل بين الحرفين من غير مشقة كالطاء مع الصاد فقرأ: الطالحات مكان الصالحات، تفسد صلاته عند الكل، و إن كان لايمكن الفصل بين الحرفين الا بمشقة كالظاء مع الضاد و الصاد مع السين، و الطاء مع التاء، اختلف المشائخ فيه، قال أكثرهم لاتفسد صلاته ... و لو قرأ الدالين بالدال تفسد صلاته". (كتاب الصلاة، فصل في القراءة في القرآن، ١ / ١٢٩ – ١٣١، ط: دار الكتب العلمية)

সুত্রঃ

https://www.banuri.edu.pk/readquestion/kya-wa-la-zaleen-ko-wa-la-daleen-parh-sakte-hain-144109200466/04-05-2020

[18] আজীমাবাদী মৃ ১৩২৯ হি, আউনুল মা'বুদ, খন্ড ১১ পৃ ২৯, দারুল কুতুব ইল্মিয়্যাহ, ১৪১৫ হি। মোট খন্ড ১৪।

অনুবাদঃ

মনে রাখা উচিত যে, 'ض' (দ্বাদ) অক্ষরকে অবশ্যই তার নির্ধারিত মাখরাজ থেকেই উচ্চারণ করতে হবে।

'ض' -কে 'د' (দাল) উচ্চারণ করা ভুল। এভাবে উচ্চারণ করলে নামায ফাসিদ (নষ্ট) হয়ে যায়।

অতএব, আলোচ্য ক্ষেত্রে ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ কে ﴿الدَّالِّينَ﴾ পড়া সঠিক নয়। এভাবে পড়লে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে।

তবে যদি কেউ ভুলবশত ﴿الضَّالِّينَ﴾ কে ﴿الظَّالِّينَ﴾ পড়ে ফেলে, তাহলে তার নামায আদায় হয়ে যাবে; নামায ফাসিদ হবে না।

ফাতাওয়া কাজী খান' (ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব অনুযায়ী) গ্রন্থে বলা হয়েছে:

আর যদি কেউ একটি অক্ষরের পরিবর্তে অন্য অক্ষর পড়ে এবং এর ফলে অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলে যদি উভয় অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য করা কোনো কষ্ট ছাড়াই সম্ভব হয়, যেমন ط ও ص—আর সে ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ (সৎ নারীগণ)-এর পরিবর্তে ﴿الطَّالِحَاتِ﴾ (অসৎ নারীগণ) পড়ে, তবে সকল আলিমের মতে তার সালাত নষ্ট হবে।

কিন্তু যদি উভয় অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য করা কষ্টসাধ্য হয়, যেমন দ্বাদ ও যা, সোয়াদ ও সীন, তা ও ত্বা, তাহলে এ বিষয়ে মাশায়েখদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের অধিকাংশের মতে, এ ক্ষেত্রে তার সালাত নষ্ট হবে না। তবে দাল দিয়ে দাল্লীন পড়লে সালাত নষ্ট হবে। - সমাপ্ত।

অথচ ফতোয়া কাদীখানেই আছে,

وَلَوْ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ قَيْرِ الْمَغْضُوبِ بِالْقَافِ، تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، وَكَذَا لَوْ قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْظُوبِ بِالظَّاءِ، أَوْ بِالذَّالِ، تَفْسُدُ صَلَاتُهُ،

আর যদি কেউ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ﴾ এর পরিবর্তে ﴿قَيْرِ الْمَغْضُوبِ﴾ পড়ে, অর্থাৎ غ-এর স্থলে ق উচ্চারণ করে, তবে তার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে, যদি সে ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ﴾ কে ﴿غَيْرِ الْمَغْظُوبِ﴾ পড়ে, অর্থাৎ ض এর স্থলে ظ অথবা ذ উচ্চারণ করে, তবুও তার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। [19]

দারুল ইফতার উপরে উল্লেখিত ফতোয়ায় শেষ দিকে কাদ্বীখানের ১৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত এই কথাটিও উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও শুরুতে বলা হয়েছে, "তবে যদি কেউ ভুলবশত ﴿الضَّالِّينَ﴾ কে ﴿الظَّالِّينَ﴾ পড়ে ফেলে, তাহলে তার নামায আদায় হয়ে যাবে; নামায ফাসিদ হবে না"।

আমাদের কথা হচ্ছে, কাদ্বীখানের বক্তব্য—"তার সালাত নষ্ট হবে না"—এটি সেইসব ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা ওযরগ্রস্ত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের লাহ্ন (উচ্চারণগত ভুল) করে না। لَا تَجُوزُ إِمَامَتُهُ، وَلَوْ تَعَمَّدَ يَكْفُرُ. "এমন ব্যক্তির ইমামতি বৈধ নয়। আর যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন করে, তবে সে কুফরিতে পতিত হবে।"

[19] ফতোয়া কাদ্বী খান ১ম খন্ড পৃ ১৩০। দারুল কুতুল আল-ইল্মিয়্যাহ। ২০০৯ ইং। মোট খন্ড ৩।

فَالْقُرْآنُ كَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَالْقُرْآنُ كَمَا قَرَأَ وَنَطَقَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لَا كَمَا نَطَقَ بِهِ الْمَعْذُوْرُ وَالْجُهَّالُ مِنَ النَّاسِ.

الْقُرْآنُ وَحْيٌ، وَكَذَا تِلَاوَتُهُ، وَلَا يُعَدَّلُ الْوَحْيُ بِالْفَتَاوَى، بَلْ تُعَدَّلُ الْفَتَاوَى بِالْوَحْيِ.

সুতরাং, কুরআন সেইভাবেই, যেভাবে তা নবী ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে; এবং কুরআন সেইভাবেই, যেভাবে নবী ﷺ তা তিলাওয়াত করেছেন ও উচ্চারণ করেছেন— অপারগ ও অজ্ঞদের উচ্চারণের অনুসরণে নয়।

কুরআনের শব্দাবলি যেমন ওহির মাধ্যমে অবতীর্ণ, তেমনি তার তিলাওয়াতের পদ্ধতিও নবী ﷺ থেকে ওহির ভিত্তিতেই সংরক্ষিত। সুতরাং ফতোয়ার মাধ্যমে ওহিকে পরিবর্তন করা যায় না; বরং প্রত্যেক ফতোয়াকে ওহির মানদণ্ডে যাচাই ও সংশোধন করতে হয়।

ইমাম আল-কালীউবী (রহিমাহুল্লাহ) (মৃত্যু: ১০৬৯ হিজরি) তাঁর *মিনহাজুত তালিবীন*-এর হাশিয়ায় বলেন:

وَمِنْ الْمُغَيِّرِ لِلْمَعْنَى إبْدَالُ الضَّادِ بِالظَّاءِ وَالْحَاءِ بِالْهَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ بِالْمُهْمَلَةِ أَوْ بِالزَّايِ وَتَخْفِيفِ إيَّاكَ وَكَسْرِ كَافِهَا وَكَسْرِ تَاءِ أَنْعَمْت أَوْ ضَمِّهَا وَالْكَلَامِ فِي الْقَادِرِ أَوْ مَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ

অর্থ পরিবর্তনকারী ভুলের অন্তর্ভুক্ত হলো—

‘ض’ (দ্বাদ)-এর পরিবর্তে ‘ظ’ (যা) পড়া, ‘ح’ (হা)-এর পরিবর্তে ‘ه’ (হা) পড়া, বিন্দুযুক্ত ‘ذ’ (যাল)-এর পরিবর্তে বিন্দুহীন ‘د’ (দাল) অথবা ‘ز’ (যায়) পড়া, ‘إِيَّاكَ’ শব্দের তাশদীদ হালকা করে পড়া, এর ‘ك’ অক্ষরে কাসরা দেওয়া, এবং ‘أَنْعَمْتَ’ শব্দের ‘ت’ অক্ষরে কাসরা বা দ্বাম্মা দেওয়া।

আর এ বিধান সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে সঠিকভাবে পড়তে সক্ষম, অথবা যার পক্ষে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব। [20]

ইবন বালবান আল-হাম্বলী (রহিমাহুল্লাহ) (মৃত্যু: ১০৮৩ হিজরি) তাঁর ‘বুগইয়াতুল মুস্তাফীদ ফী ‘ইলমিত তাজবীদ’ গ্রন্থে বলেন:

الضَّادُ الْمُعْجَمَةُ وَالظَّاءُ الْمُشَالَةُ إِذَا الْتَقَيَا، يَلْزَمُ الْقَارِئَ بَيَانُ مَخْرَجِ كُلٍّ مِنْهُمَا، نَحْوَ: ﴿أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾، وَ﴿يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾.

وَكَذَلِكَ عَلَيْهِ بَيَانُ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ مِنَ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ، مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾، وَبَيَانُ الظَّاءِ الْمُشَالَةِ مِنَ التَّاءِ، مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ﴾، وَبَيَانُ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ مِنَ التَّاءِ، مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ﴾، ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، وَبَيَانُ اللَّامِ السَّاكِنَةِ عِنْدَ النُّونِ، مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ نَعَمْ﴾، وَ﴿وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾، وَبَيَانُ الْحَاءِ السَّاكِنَةِ عِنْدَ الْهَاءِ، مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَسَبِّحْهُ﴾، وَبَيَانُ الْغَيْنِ عِنْدَ الْقَافِ، مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾، وَبَيَانُ اللَّامِ عِنْدَ التَّاءِ، مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ﴾، وَبَيَانُهَا أَيْضًا مِنْ نَحْوِ: ﴿جَعَلْنَا﴾، وَ﴿ضَلَلْنَا﴾.

وَعَلَى الْقَارِئِ أَيْضًا تَمْيِيزُ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ مِنَ الظَّاءِ الْمُشَالَةِ مُطْلَقًا، نَحْوَ: ﴿أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

---

[20] আল-কালীউবী, আহমাদ সালামাহ আল-কালীউবী, এবং আহমাদ আল-বারুলুসী ‘উমাইরাহ। *হাশিয়াতু কালীউবী ওয়া ‘উমাইরাহ*। “বাবু সিফাতিস সালাত: সালাতের সুন্নতসমূহ” (باب صفة الصلاة: سنن الصلاة), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৯। প্রকাশক: দারুল ফিকর, বৈরুত। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৪।

যখন 'ض' (দ্বাদ) ও 'ظ' (যা) পাশাপাশি আসে, তখন ক্বারীর জন্য উভয় অক্ষরের নিজ নিজ মাখরাজ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾ এবং ﴿أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾।

অনুরূপভাবে, ক্বারীর ওপর আরও আবশ্যক—

- 'ض'-কে 'ط' থেকে পৃথকভাবে উচ্চারণ করা; যেমন: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾
- 'ظ'-কে 'ت' থেকে পৃথকভাবে উচ্চারণ করা; যেমন: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ﴾
- 'ض'-কে 'ت' থেকে পৃথকভাবে উচ্চারণ করা; যেমন: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ﴾ এবং ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾
- সাকিন 'লাম'-কে 'নূন'-এর আগে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা; যেমন: ﴿قُلْ نَعَمْ﴾ এবং ﴿وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾
- সাকিন 'হা' (ح)-কে 'হা' (ه)-এর আগে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা; যেমন: ﴿فَسَبِّحْهُ﴾
- 'غ'-কে 'ق'-এর আগে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা; যেমন: ﴿لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾
- 'লাম'-কে 'তা'-এর আগে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা; যেমন: ﴿فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ﴾
- একইভাবে ﴿جَعَلْنَا﴾ এবং ﴿ضَلَلْنَا﴾ এর মতো স্থানে 'লাম'-এর স্পষ্ট উচ্চারণ বজায় রাখা।

এছাড়াও ক্বারীর জন্য সর্বাবস্থায় 'ض' (দ্বাদ)-কে 'ظ' (যা) থেকে স্পষ্টভাবে পৃথক করে উচ্চারণ করা আবশ্যক। যেমন: ﴿أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾ আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। [21]

আবুল হাসান আল-নূরী আস-সাফাকসী আল-মালিকী (রহিমাহুল্লাহ) (মৃত্যু: ১১১৮ হিজরি) বলেন:

فَصْلٌ: الضَّادُ الْمُعْجَمَةُ

تَخْرُجُ الضَّادُ مِنَ الْمَخْرَجِ الرَّابِعِ مِنْ مَخَارِجِ اللِّسَانِ، وَهِيَ حَرْفٌ مَجْهُورٌ، رَخْوٌ، مُسْتَعْلٍ، مُصْمَتٌ، مُسْتَطِيلٌ، قَوِيٌّ، مُفَخَّمٌ. وَقَدِ اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْعُلَمَاءِ . فِيمَا رَأَيْتُ . عَلَى أَنَّهُ أَعْسَرُ الْحُرُوفِ عَلَى اللِّسَانِ، وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَصْعُبُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ، وَقَلَّ مَنْ يُحْسِنُهُ مِنْ سَمَاسِرَةِ الْعُلَمَاءِ، فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِمْ.

وَيَقَعُ الْخَطَأُ فِيهَا مِنْ أَوْجُهٍ، مِنْهَا إِبْدَالُهَا ظَاءً مُشَالَةً، وَهَذَا هُوَ الْكَثِيرُ الْغَالِبُ، وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ الْأَدْنَى كُلُّهُمْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُمَا تَقَارَبَا فِي الْمَخْرَجِ، وَتَشَارَكَا فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ إِلَّا الِاسْتِطَالَةَ، فَلَوْلَا الِاخْتِلَافُ فِي الْمَخْرَجِ وَفِي هَذِهِ الصِّفَةِ، لَكَانَا حَرْفًا وَاحِدًا، وَهُوَ لَحْنٌ فَاحِشٌ، وَخَطَأٌ ظَاهِرٌ، يُغَيِّرُ اللَّفْظَ وَالْمَعْنَى، وَكَلَامُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ يُنَزَّهُ عَنْ هَذَا.

قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ الْفِقْهِيِّ: «وَمِنْهُ مَنْ لَا يُمَيِّزُ الضَّادَ وَالظَّاءَ». قَالَ شَارِحُهُ خَلِيلٌ: «وَإِلَّا ظَهَرَ عَوْدُ الضَّمِيرِ إِلَى اللَّحَّانِ». وَكَذَا ذَكَرَهُ اللَّخْمِيُّ، وَابْنُ يُونُسَ، وَابْنُ بَشِيرٍ، وَغَيْرُهُمْ؛ أَعْنِي أَنَّهُمْ ذَكَرُوا مَنْ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا مِنَ اللَّحْنِ.

---

[21] ইবন বালবান আল-হাম্বলী, মুহাম্মাদ ইবন বদরুদ্দীন ইবন আবদুল হক (মৃত্যু: ১০৮৩ হি.)। *বুগইয়াতুল মুস্তাফীদ ফী 'ইলমিত তাজবীদ*। পৃষ্ঠা ৪৩। প্রকাশক: দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়্যাহ লিত্-তিবা'আহ ওয়ান-নাশর ওয়াত্-তাওযী', বৈরুত, লেবানন। ২০০১ খ্রিস্টাব্দ। মোট পৃষ্ঠা: ৬৩।

انْتَهَى.

وَنَصُّ ابْنِ يُونُسَ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ اللَّبَّادِ: «وَمَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يَلْحَنُ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ فَلْيُعِدْ، إِلَّا أَنْ تَسْتَوِيَ حَالَتُهُمَا». وَقَالَهُ ابْنُ الْقَابِسِيِّ. قَالَ هُوَ وَأَبُو مُحَمَّدٍ: «وَكَذَا مَنْ لَا يُمَيِّزُ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ الظَّاءَ مِنَ الضَّادِ.«

انْتَهَى.

وَقَالَ فِي التَّمْهِيدِ»: «إِذَا قُلْنَا: الظَّالِّينَ بِالظَّاءِ، كَانَ مَعْنَاهُ الدَّائِمِينَ، وَهَذَا خِلَافُ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ.«

انْتَهَى.

وَهُوَ كَمَا قَالَ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الضَّالِّينَ عَنِ الْهُدَى. وَقِيلَ: الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ هُمُ الْيَهُودُ، وَالضَّالُّونَ هُمُ النَّصَارَى؛ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْيَهُودِ: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾، وَفِي النَّصَارَى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ﴾.

وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ، أَيْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

قَالَ فِي «الْمِنْهَاجِ» فِي الْفِقْهِ الشَّافِعِيِّ: «وَلَوْ أَبْدَلَ ضَادًا بِظَاءٍ لَمْ تَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ.«

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي «الْأَذْكَارِ»: «وَلَوْ قَالَ: الضَّالِّينَ بِالظَّاءِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَعْجِزَ عَنِ الضَّادِ بَعْدَ التَّعَلُّمِ.«

انْتَهَى.

‘ض’ (দ্বাদ) অক্ষর সম্পর্কে

‘ض’ অক্ষর জিহ্বার মাখরাজসমূহের মধ্যে চতুর্থ মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয়। এটি একটি মাজহুর (স্বরযুক্ত), রাখওয়া (প্রবাহমান), মুস্তা‘লী (উচ্চাভিমুখী), মুসমাত, মুস্তাতীল (প্রসারিত), শক্তিশালী এবং মোটা (মুফাখখাম) অক্ষর।

আমার জানা মতে, সকল আলিম একমত যে আরবি বর্ণমালার মধ্যে ‘ض’ অক্ষর উচ্চারণ করাই জিহ্বার জন্য সবচেয়ে কঠিন। অন্য কোনো অক্ষর এর মতো কঠিন নয়। এমনকি আলিমদের মধ্যেও খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তি এ অক্ষরটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারেন; সাধারণ মানুষের কথা তো বলাই বাহুল্য।

‘ض’ উচ্চারণে বিভিন্ন ধরনের ভুল হয়ে থাকে। তার মধ্যে একটি হলো ‘ض’-কে ‘ظ’ করে পড়া। এটিই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ভুল। মাগরিবের (উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার) অধিকাংশ মানুষ এভাবেই উচ্চারণ করেন। এর কারণ হলো, ‘ض’ ও ‘ظ’ মাখরাজে পরস্পরের নিকটবর্তী এবং ‘ইস্তিতালাহ’ (الاستطالة) ব্যতীত উভয় অক্ষরের সব সিফাত (বৈশিষ্ট্য) একই। যদি মাখরাজের পার্থক্য এবং ‘ইস্তিতালাহ’ গুণ না থাকত, তবে উভয়ই একটি অক্ষর হয়ে যেত।

কিন্তু এভাবে উচ্চারণ করা মারাত্মক লাহ্ন (উচ্চারণগত ভুল) এবং সুস্পষ্ট ত্রুটি। এতে শব্দ ও অর্থ উভয়ই পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর আল্লাহ তাআলার কালাম এ ধরনের বিকৃতি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

ইবনুল হাজিব তাঁর ফিকহের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে বলেছেন:

‘‘এদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা ‘ض’ ও ‘ظ’-এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।’’

এর ব্যাখ্যাকার খলীল বলেন:

‘‘অন্যথায় সর্বনামের প্রত্যাবর্তন ‘লাহ্নকারী’ ব্যক্তির দিকেই হবে।’’

এমন বক্তব্য লাখমী, ইবন ইউনুস, ইবন বাশীর প্রমুখও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, তাঁরা 'ض' ও 'ظ'-এর মধ্যে পার্থক্য করতে না পারাকে লাহ্নের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন।

ইবন ইউনুস বর্ণনা করেন:

আবু মুহাম্মাদ ইবনুল লাব্বাদ থেকে বর্ণনা করেছেন: 'যে ব্যক্তি এমন ইমামের পেছনে সালাত আদায় করে, যিনি সূরা আল-ফাতিহায় লাহ্ন করেন, তার সালাত পুনরায় আদায় করা উচিত; তবে যদি উভয়ের অবস্থাই সমান হয় (অর্থাৎ উভয়েই একই অক্ষমতায় আক্রান্ত), তাহলে ভিন্ন কথা।'

ইবনুল কাবিসীও একই মত পোষণ করেছেন।

তিনি এবং আবু মুহাম্মাদ আরও বলেন:

"অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি সূরা আল-ফাতিহায় 'ظ' ও 'ض'-এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।"

তিনি 'আত-তামহীদ' গ্রন্থে বলেন:

"যদি আমরা 'الضَّالِّينَ'-কে 'الظَّالِّينَ' (ظ দিয়ে) পড়ি, তবে এর অর্থ হবে 'স্থায়ী বা চিরস্থায়ী ব্যক্তিরা'। এটি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যবিরোধী অর্থ সৃষ্টি করে এবং সালাত বাতিল করে দেয়।"

তিনি ঠিকই বলেছেন। কারণ 'الضَّالِّينَ' অর্থ হলো 'হিদায়াত থেকে পথভ্রষ্টরা'।

আরও বলা হয়েছে, 'المغضوب عليهم' দ্বারা ইহুদিদের এবং 'الضالين' দ্বারা খ্রিস্টানদের বোঝানো হয়েছে। এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী:

- ইহুদিদের সম্পর্কে: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ — "যাদের ওপর আল্লাহ লানত করেছেন এবং ক্রোধ নাযিল করেছেন।"
- খ্রিস্টানদের সম্পর্কে: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ﴾ — "তোমরা সেই সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বেই পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

তিনি যে সালাত বাতিল হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, এটাই শাফিঈ মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত।

'মিনহাজ' গ্রন্থে বলা হয়েছে:

"যদি কেউ 'ض'-এর পরিবর্তে 'ظ' পড়ে, তবে অধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তার সালাত সহীহ হবে না।"

আর ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) 'আল-আযকার' গ্রন্থে বলেন:

"যদি কেউ 'الضَّالِّينَ' শব্দটি 'ظ' দিয়ে পড়ে, তবে অধিক গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে; তবে শিক্ষা গ্রহণের পরও যদি সে 'ض' উচ্চারণে অক্ষম হয়, তাহলে সে ওযরগ্রস্ত বলে গণ্য হবে।"

وَأَمَّا مَا عِنْدَنَا، فَالَّذِي اسْتَفَدْتُهُ مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا: أَنَّ التَّحْقِيقَ فِي الْمَسْأَلَةِ هُوَ التَّفْصِيلُ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ أَبْدَلَ الضَّادَ بِالظَّاءِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا. وَالثَّانِي: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ الْقُدْرَةُ عَلَى النُّطْقِ بِالضَّادِ أَمْ لَا. وَالثَّانِي: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَجْزُ لِعَدَمِ انْقِيَادِ لِسَانِهِ لِذَلِكَ، كَكَثِيرٍ مِنَ الْعَجَمِ وَالنِّسَاءِ، وَمَنْ غَلُظَ طَبْعُهُ مِنَ الرِّجَالِ، أَوْ لِعَدَمِ مَنْ يُعَلِّمُهُ، أَوْ وَجَدَ الْمُعَلِّمَ وَضَاقَ الْوَقْتُ.

أَمَّا مَنْ أَبْدَلَ سَهْوًا، فَلَا شَكَّ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ؛ إِذْ غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ، وَالذِّكْرُ فِي الصَّلَاةِ سَهْوًا، وَذَلِكَ لَا يُبْطِلُهَا.

আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো, আমাদের ইমামগণের বক্তব্যসমূহ থেকে আমি যা উপলব্ধি করেছি তা হলো—এ মাসআলার সঠিক সমাধান হচ্ছে বিস্তারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দেওয়া। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি 'ض' (দ্বাদ)-এর পরিবর্তে 'ظ' (যা) উচ্চারণ করে, তার অবস্থা কয়েক প্রকার হতে পারে।

প্রথমত, সে হয় ভুলবশত (সাহওবশত) এভাবে পড়েছে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, ইচ্ছাকৃতভাবে পড়লে—সে 'ض' সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে সক্ষম, অথবা সক্ষম নয়।

আর যদি সে সক্ষম না হয়, তবে তার অক্ষমতার কারণও বিভিন্ন হতে পারে। যেমন—

- তার জিহ্বা স্বভাবগতভাবেই 'ض' উচ্চারণে অভ্যস্ত নয়; যেমন অনেক অনারব (আযম), বহু নারী, অথবা যেসব পুরুষের স্বভাব (জিহ্বার গঠন) অপেক্ষাকৃত কঠিন।
- অথবা তাকে শেখানোর মতো কোনো শিক্ষক নেই।
- অথবা শিক্ষক পেলেও শেখার জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়নি।

আর যে ব্যক্তি ভুলবশত 'ض'-এর পরিবর্তে 'ظ' পড়ে ফেলেছে, তার সালাত যে বাতিল হবে না, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, সর্বোচ্চ যা বলা যায় তা হলো—সে ভুলক্রমে কুরআনের পরিবর্তে অন্য একটি শব্দ উচ্চারণ করেছে। আর সালাতে ভুলবশত এমন যিকর বা উচ্চারণ হয়ে গেলে তাতে সালাত বাতিল হয় না। [22]

শাইখ আবিদ্যাহ কাবির নাসর তাঁর *গায়াতুল মুরীদ ফী 'ইলমিত তাজবীদ* গ্রন্থে বলেন:

تَنْبِيهٌ مُهِمٌّ: فِي الْفَرْقِ بَيْنَ نُطْقِ حَرْفَيِ الضَّادِ وَالظَّاءِ.

إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَنْطِقُونَ الضَّادَ ظَاءً، عِلْمًا بِأَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ الْحَرْفَيْنِ مِنْ نَاحِيَتَيِ الْمَخْرَجِ وَالصِّفَةِ: فَمَخْرَجُ الضَّادِ مِنْ إِحْدَى حَافَتَيِ اللِّسَانِ مَعَ مَا يَلِيهَا مِنَ الْأَضْرَاسِ الْعُلْيَا . كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمَخَارِجِ . وَالظَّاءُ تَخْرُجُ مِنْ ظَهْرِ طَرَفِ اللِّسَانِ مَعَ أَطْرَافِ الثَّنَايَا الْعُلْيَا، وَهَذَا فَارِقٌ كَبِيرٌ بَيْنَهُمَا.

وَأَمَّا مِنْ نَاحِيَةِ الصِّفَةِ، فَهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي خَمْسِ صِفَاتٍ، وَهِيَ: الْجَهْرُ، وَالرَّخَاوَةُ، وَالِاسْتِعْلَاءُ، وَالْإِطْبَاقُ، وَالْإِصْمَاتُ، وَتَنْفَرِدُ الضَّادُ بِصِفَةِ الِاسْتِطَالَةِ.

وَعَلَى هَذَا يَتَّضِحُ الْفَرْقُ جَلِيًّا بَيْنَ الْحَرْفَيْنِ مِنْ نَاحِيَتَيِ الْمَخْرَجِ وَالصِّفَةِ، وَلَوْلَا هَذَا الْفَرْقُ لَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَيْنَ الْأُخْرَى فِي النُّطْقِ.

وَمِنْ ثَمَّ يَجِبُ عَلَى الْقَارِئِ أَنْ يُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا، بِحَيْثُ يَنْطِقُ الضَّادَ مُسْتَطِيلَةً، فَيَظْهَرُ امْتِدَادُ الصَّوْتِ عِنْدَ ضَغْطِ حَافَةِ اللِّسَانِ عَلَى مَا يَلِيهَا مِنَ الْأَضْرَاسِ الْعُلْيَا.

وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَزَرِيِّ بِقَوْلِهِ:

وَالضَّادَ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِ
مَيِّزْ مِنَ الظَّاءِ.

---

[22] আন-নূরী আস-সাফাকসী, আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালিম, আবুল হাসান (মৃত্যু: ১১১৮ হি.)। *তানবীহুল গাফিলীন ওয়া ইরশাদুল জাহিলীন 'আম্মা ইয়াকা' উ লাহুম মিনাল খাতা' হালা তিলাওয়াতিহিম লিকিতাবিল্লাহিল মুবীন*। "বাব: অক্ষরসমূহের মাখরাজ, উপাধি ও সিফাত; 'দ্বাদ' (الضاد المعجمة) অধ্যায়" (باب مخارج الحروف وألقابها وصفاتها، فصل الضاد المعجمة), পৃষ্ঠা ৮৩–৮৫। তাহকীক: মুহাম্মাদ আশ-শাযিলী আন-নাইফার। প্রকাশক: মুয়াসসাসাত আব্দুল করীম ইবন আব্দুল্লাহ। মোট পৃষ্ঠা: ১৫১।

كَمَا قَالَ فِي «التَّمْهِيدِ:«

»اعْلَمْ أَنَّ حَرْفَ الضَّادِ لَيْسَ فِي الْحُرُوفِ حَرْفٌ يَعْسُرُ عَلَى اللِّسَانِ غَيْرُهُ، وَقَلَّ مَنْ يُحْسِنُهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُخْرِجُهُ ظَاءً، وَهَذَا لَا يَجُوزُ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِمُخَالَفَتِهِ الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ، إِذْ لَوْ قُلْنَا فِي: الضَّالِّينَ، الظَّالِّينَ. بِالظَّاءِ .لَكَانَ مَعْنَاهُ الدَّائِمِينَ، وَهَذَا خِلَافُ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ الضَّلَالَ بِالضَّادِ هُوَ ضِدُّ الْهُدَى، وَالظُّلُولُ بِالظَّاءِ هُوَ الصَّيْرُورَةُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾ وَشِبْهِهِ. فَمَثَلُ الَّذِي يَجْعَلُ الضَّادَ ظَاءً فِي هَذَا وَشِبْهِهِ، كَالَّذِي يُبَدِّلُ السِّينَ صَادًا فِي نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى﴾، أَوْ يُبَدِّلُ الصَّادَ سِينًا فِي نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾؛ فَالْأَوَّلُ مِنَ السِّرِّ، وَالثَّانِي مِنَ الْإِصْرَارِ.

انْتَهَى بِتَصَرُّفٍ وَاخْتِصَارٍ.

وَمِنْ أَجْلِ هَذَا يَجِبُ الِاحْتِرَازُ مِنْ تَغْيِيرِ مَخْرَجِ الْحَرْفِ الْحَقِيقِيِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَحْنٌ جَلِيٌّ، لَا يَجُوزُ لِلْقَارِئِ أَنْ يَفْعَلَهُ؛ حَتَّى لَا يُغَيِّرَ الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা: ‘ض’ ও ‘ظ’ অক্ষরের উচ্চারণগত পার্থক্য

কিছু মানুষ ‘ض’ (দ্বাদ) অক্ষরকে ‘ظ’ (যা) হিসেবে উচ্চারণ করে। অথচ এ কথা জানা উচিত যে, মাখরাজ ও সিফাত—উভয় দিক থেকেই এ দুই অক্ষরের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

‘ض’-এর মাখরাজ হলো জিহ্বার দুই পাশের (যেকোনো এক পাশের) কিনারা এবং তার সংলগ্ন উপরের দাঁতের পেছনের মাড়ির দাঁতসমূহ। এ বিষয়ে মাখরাজের আলোচনায় ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর ‘ظ’ উচ্চারিত হয় জিহ্বার অগ্রভাগের উপরের অংশ ও উপরের সামনের দাঁতের প্রান্ত থেকে। সুতরাং, এ দুই অক্ষরের মাখরাজের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে।

আর সিফাতের দিক থেকে উভয় অক্ষর পাঁচটি গুণে একত্রিত হয়েছে। সেগুলো হলো:

- জাহর (الجهر)
- রখাওয়াহ (الرخاوة)
- ইস্তি‘লা (الاستعلاء)
- ইতবাক (الإطباق)
- ইসমাত (الإصمات)

তবে ‘ض’ এককভাবে ‘ইস্তিতালাহ’ (الاستطالة) গুণের অধিকারী।

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মাখরাজ ও সিফাত—উভয় দিক থেকেই ‘ض’ ও ‘ظ’-এর মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য রয়েছে। যদি এ পার্থক্য না থাকত, তবে উচ্চারণের ক্ষেত্রে উভয় অক্ষর একই হয়ে যেত।

এ কারণে ক্বারীর জন্য আবশ্যক যে, তিনি এ দুই অক্ষরকে পৃথকভাবে উচ্চারণ করবেন। ‘ض’ উচ্চারণের সময় ‘ইস্তিতালাহ’ বজায় রাখতে হবে, যাতে জিহ্বার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের সঙ্গে চাপলে শব্দের প্রসারণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

এ বিষয়ে ইমাম ইবনুল জাযারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

“‘ض’ অক্ষরকে তার ‘ইস্তিতালাহ’ ও মাখরাজের মাধ্যমে ‘ظ’ থেকে পৃথকভাবে উচ্চারণ কর।”

তিনি *আত-তামহীদ* গ্রন্থে আরও বলেন:

জেনে রাখ, 'ض' এমন একটি অক্ষর, যার মতো কঠিন আর কোনো অক্ষর জিহ্বার জন্য নেই। খুব অল্প মানুষই এটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে। কেউ কেউ এটিকে 'ظ' হিসেবে উচ্চারণ করে। আল্লাহর কালামে এভাবে পড়া বৈধ নয়; কারণ এতে আল্লাহ যে অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন তা পরিবর্তিত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি ﴿الضَّالِّينَ﴾ কে ﴿الظَّالِّينَ﴾ (ظ দিয়ে) পড়া হয়, তবে তার অর্থ হবে 'চিরস্থায়ী' বা 'অবিরাম অবস্থানকারী', যা আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। কারণ 'الضلال' (ض দিয়ে) অর্থ হিদায়াতের বিপরীত অর্থাৎ পথভ্রষ্টতা, আর 'الظلول' (ظ দিয়ে) অর্থ কোনো অবস্থায় পরিণত হওয়া বা অবস্থান করা, যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾

"তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে গেল।"

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি 'ض'-কে 'ظ' বানিয়ে পড়ে, তার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে 'ص'-এ-﴿وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ কে 'ص' বানিয়ে পড়ে, অথবা 'س'-এ-﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى﴾ কে 'س' বানিয়ে পড়ে। কারণ প্রথমটির অর্থ গোপন করা, আর দ্বিতীয়টির অর্থ জেদ বা অনড়তা—অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যায়। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত—সংক্ষেপ ও সামান্য সম্পাদনাসহ।)

এ কারণেই অক্ষরের প্রকৃত মাখরাজ পরিবর্তন করা থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক। কেননা এটি লাহনে জালী (সুস্পষ্ট উচ্চারণগত ভুল), যা কোনো ক্বারীর জন্য করা বৈধ নয়। অন্যথায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন, তা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। [23]

আল-মারসাফী আশ-শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) (মৃত্যু: ১৪০৯ হিজরি) তাঁর *হিদায়াতুল কারী ইলা তাজবীদি কালামিল বারী* গ্রন্থে বলেন

فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ

الْفَرْقُ بَيْنَ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَالظَّاءِ الْمُشَالَةِ يَأْتِي مِنْ نَاحِيَتَيْنِ: نَاحِيَةِ الْمَخْرَجِ، وَنَاحِيَةِ الصِّفَةِ .أَمَّا نَاحِيَةُ الْمَخْرَجِ، فَالضَّادُ تَخْرُجُ مِنْ إِحْدَى حَافَتَيِ اللِّسَانِ وَمَا يَلِيهَا مِنَ الْأَضْرَاسِ الَّتِي فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ أَوِ الْأَيْمَنِ، إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَخَارِجِ. وَالظَّاءُ تَخْرُجُ مِنْ طَرَفِ اللِّسَانِ وَأَطْرَافِ الثَّنَايَا الْعُلْيَا، أَيْ رُءُوسِهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْمَخَارِجِ أَيْضًا.

وَأَمَّا مِنْ نَاحِيَةِ الصِّفَةِ، فَالضَّادُ تَمْتَازُ - أَيْ تَزِيدُ عَلَى الظَّاءِ - بِصِفَةِ الِاسْتِطَالَةِ، وَبَاقِي الصِّفَاتِ الْخَمْسِ تَتَّفِقُ مَعَهَا فِيهَا.

وَمِنْ ثَمَّ يَتَّضِحُ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ قَائِمٌ عَلَى الْمَخْرَجِ وَصِفَةِ الِاسْتِطَالَةِ، وَلَوْلَاهُمَا لَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَيْنَ الْأُخْرَى. وَمِنْ أَجْلِ هَذَا وَجَبَ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا بِهَذَيْنِ الْفَرْقَيْنِ.

وَهَذَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَزَرِيِّ فِي الْمُقَدِّمَةِ الْجَزَرِيَّةِ بِقَوْلِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

وَالضَّادَ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِ مَيِّزْ مِنَ الظَّاءِ

'ض' ও 'ظ'-এর পার্থক্য - 'ض' (দ্বাদ) এবং 'ظ' (যা)-এর মধ্যে পার্থক্য দুই দিক থেকে নির্ধারিত হয়:

১. মাখরাজের দিক থেকে।

২. সিফাতের (উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যের) দিক থেকে।

---

[23] নাসর, আতিয়্যাহ কাবিল। *গায়াতুল মুরীদ ফী 'ইলমিত তাজবীদ*। পৃষ্ঠা ১৫৫–১৫৬। কায়রো। মোট পৃষ্ঠা: ৩০৪।

মাখরাজের দিক থেকে, 'ض' উচ্চারিত হয় জিহ্বার দুই পাশের (ডান বা বাম যেকোনো এক পাশের) কিনারা এবং তার সংলগ্ন উপরের মাড়ির দাঁতসমূহ থেকে—যেমন মাখরাজের আলোচনায় পূর্বেই বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

আর 'ظ' উচ্চারিত হয় জিহ্বার অগ্রভাগ এবং উপরের সামনের দাঁতের প্রান্ত (অর্থাৎ দাঁতের মাথা) থেকে। এর বিস্তারিত বিবরণও মাখরাজের আলোচনায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর সিফাতের দিক থেকে, 'ض' অক্ষর 'ظ'-এর তুলনায় একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, সেটি হলো 'ইস্তিতালাহ' (الاستطالة)। আর বাকি পাঁচটি সিফাতে উভয় অক্ষর একই।

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, 'ض' ও 'ظ'-এর মধ্যে মূল পার্থক্য দুটি বিষয়ে—মাখরাজ এবং 'ইস্তিতালাহ' সিফাতে। যদি এ দুটি পার্থক্য না থাকত, তবে এক অক্ষর অপরটিরই সমতুল্য হয়ে যেত।

এ কারণেই এ দুই অক্ষরের মধ্যে এ দুই দিক থেকেই সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখা আবশ্যক।

এ কথার প্রতিই ইমাম ইবনুল জাযারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর *আল-মুকাদ্দিমাতুল জাযারিয়্যাহ*-এ ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন:

'ض' অক্ষরকে তার 'ইস্তিতালাহ' ও মাখরাজের মাধ্যমে 'ظ' থেকে পৃথকভাবে উচ্চারণ কর।"[24]

ড. ইয়াহইয়া আব্দুর রাজ্জাক আল-গাওসানী তাঁর *ইলমুত তাজবীদ: তাত্ত্বিক বিধান ও প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণ* গ্রন্থে বলেন:

مُلَاحَظَتَانِ حَوْلَ الضَّادِ

الْمُلَاحَظَةُ الْأُولَى :إِنَّ حَرْفَ الضَّادِ مِنْ حُرُوفِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَمَيِّزَةِ، فَهُوَ يَتَمَيَّزُ بِصِفَاتِهِ السِّتِّ، وَهِيَ: الِاسْتِطَالَةُ، وَالِاسْتِعْلَاءُ، وَالْإِطْبَاقُ، وَالْإِصْمَاتُ، وَالْجَهْرُ، وَالرَّخَاوَةُ. فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُرَاعِيَ نُطْقَ هَذَا الْحَرْفِ، وَأَنْ تَتَلَقَّاهُ عَنِ الْمُجَوِّدِينَ الْمَهَرَةِ الْمُتْقِنِينَ، مَعَ مُلَاحَظَةِ تَفْخِيمِهِ، وَالتَّلَطُّفِ فِي إِخْرَاجِهِ مِنْ حَافَةِ اللِّسَانِ وَمَا يَلِيهَا مِنَ الْأَضْرَاسِ الْعُلْيَا الْيُسْرَى أَوِ الْيُمْنَى، أَوْ مَعَهُمَا مَعًا، بَعِيدًا عَنِ النَّبْرِ أَوِ الْمَضْغِ.

الْمُلَاحَظَةُ الثَّانِيَةُ :هُنَاكَ أَصْوَاتٌ جَدِيدَةٌ مُخْتَرَعَةٌ لِلنَّاسِ فِي الضَّادِ؛ فَبَعْضُهُمْ يُخْرِجُهَا دَالًّا مُفَخَّمَةً هَكَذَا: «وَلَا الدَّالِّينَ»، وَبَعْضُهُمْ يُخْرِجُهَا دَالًّا رَقِيقَةً، وَبَعْضُهُمْ يَمْزُجُهَا بِالْغَيْنِ الْمُشْرَبَةِ بِغُنَّةٍ، أَوْ بِنُونٍ مُشْرَبَةٍ بِلَامٍ مُفَخَّمَةٍ. وَأَغْرَبُ مِنْ ذَلِكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَقْلِبُونَهَا ظَاءً خَالِصَةً، وَالْأَغْرَبُ مِنْهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ هُوَ الصَّحِيحُ، وَيَقُولُونَ عَنِ الضَّادِ الْعَرَبِيَّةِ الْفَصِيحَةِ .الَّتِي تَلَقَّاهَا الْمُجَوِّدُونَ الْمَهَرَةُ عَنْ مَشَايِخِهِمْ : إِنَّهَا خَطَأٌ.

مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ جَمِيعَ الْأَدِلَّةِ قَائِمَةٌ عَلَى أَنَّ الضَّادَ غَيْرُ الظَّاءِ فِي الرَّسْمِ وَالنُّطْقِ وَالْمَعْنَى؛ وَلِذَلِكَ أَفْرَدَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَزَرِيِّ مَبْحَثًا خَاصًّا بَيَّنَ فِيهِ جَمِيعَ الظَّاءَاتِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، حَيْثُ قَالَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ:

وَالضَّادَ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِ مَيِّزْ مِنَ الظَّا...

'ض' অক্ষর সম্পর্কে দুটি পর্যবেক্ষণ

প্রথম পর্যবেক্ষণঃ 'ض' আরবি ভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অক্ষরগুলোর একটি। এটি ছয়টি সিফাত দ্বারা বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সেগুলো হলো: ইস্তিতালাহ, ইস্তি'লা, ইতবাক, ইসমাত,

---

[24] আল-মারসাফী, আবদুল ফাত্তাহ ইবন আস-সাইয়্যিদ 'আজমী ইবন আস-সাইয়্যিদ আল-'আসাস আল-মারসাফী আল-মিসরী আশ-শাফিঈ (মৃত্যু: ১৪০৯ হি.)। *হিদায়াতুল কারী ইলা তাজবীদি কালামিল বারী*। প্রকাশক: মাকতাবাতু তাইবাহ, মাদীনাহ মুনাওয়ারা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মোট খণ্ড: ২।

জাহর ও রখাওয়াহ। অতএব, এ অক্ষরের উচ্চারণের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া এবং দক্ষ ও সুপণ্ডিত তাজবীদবিদদের নিকট থেকে সরাসরি তা শেখা আবশ্যক। উচ্চারণের সময় এর তাফখীম বা ভারী ধ্বনি বজায় রাখতে হবে এবং কোমলতার সঙ্গে জিহ্বার কিনারা ও তার সংলগ্ন উপরের বাম বা ডান দিকের মাড়ির দাঁত থেকে—কিংবা উভয় পাশ একসঙ্গে ব্যবহার করে—এটি উচ্চারণ করতে হবে। তবে উচ্চারণে অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি করা কিংবা চিবানোর মতো ভঙ্গি করা যাবে না।

দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণঃ মানুষ 'ض' উচ্চারণের ক্ষেত্রে কিছু নতুন ও মনগড়া ধ্বনি উদ্ভাবন করেছে। যেমন: কেউ এটিকে মোটা 'د'-এর মতো উচ্চারণ করে এবং ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾-কে وَلَا الدَّالِّينَ পড়ে। কেউ আবার এটিকে পাতলা 'د'-এর মতো উচ্চারণ করে। কেউ এর সঙ্গে গুন্নাহমিশ্রিত 'غ'-এর ধ্বনি মিশিয়ে দেয়। আবার কেউ মোটা 'ل'-মিশ্রিত 'ن'-এর মতো উচ্চারণ করে।

এর চেয়েও বিস্ময়কর হলো, কিছু লোক 'ض'-কে সম্পূর্ণরূপে 'ظ'-তে রূপান্তর করে উচ্চারণ করে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা দাবি করে যে, এ উচ্চারণই সঠিক; আর দক্ষ তাজবীদবিদরা তাঁদের শাইখদের কাছ থেকে যে বিশুদ্ধ আরবি 'ض' গ্রহণ করেছেন, সেটিকে তারা ভুল বলে আখ্যায়িত করে। অথচ সব প্রমাণই প্রতিষ্ঠিত করে যে, 'ض' ও 'ظ' লিখনরীতি, উচ্চারণ ও অর্থ—তিন দিক থেকেই পৃথক অক্ষর। এ কারণেই ইমাম ইবনুল জাযারী (রহিমাহুল্লাহ) কুরআনের সব 'ظ'-যুক্ত শব্দ চিহ্নিত করার জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন। অধ্যায়ের শুরুতে তিনি বলেন: 'ض'-কে তার ইস্তিতালাহ ও স্বতন্ত্র মাখরাজের মাধ্যমে 'ظ' থেকে পৃথক কর। [25]

---

[25] আল-গাওসানী, ড. ইয়াহইয়া আব্দুর রাজ্জাক। *ইলমুত তাজবীদ: আহকামুন নাযারিয়্যাহ ওয়া মুলাহাযাতুন তাতবীকিয়্যাহ* (তাজবীদের জ্ঞান: তাত্ত্বিক বিধান ও প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণ)। পৃষ্ঠা ১১৪–১১৫। প্রকাশক: দারুল গাওসানী লিদ্-দিরাসাতিল কুরআনিয়্যাহ, দামেস্ক।

শাইখ আলী ইবন আবদুর রহমান আল-হুযাইফী তাঁর *আল-আকওয়ালুল জালিয়্যাহ ফিদ-দ্বাদিদ-যা'ইয়্যাহ ওয়াদ-দ্বাদিত-তা'ইয়্যাহ* গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন

وَمِنَ الْأَحْرُفِ الَّتِي أُثِيرَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا حَرْفُ (الضَّادِ)، وَقَدْ ذَكَرَ الْقُرَّاءُ وَعُلَمَاءُ اللُّغَةِ أَنَّ مَخْرَجَ الضَّادِ مِنْ حَافَةِ اللِّسَانِ مِمَّا يَلِي الْأَضْرَاسَ، مِنَ الْجِهَةِ الْيُمْنَى أَوِ الْجِهَةِ الْيُسْرَى، وَهُوَ الْأَكْثَرُ وَالْأَسْهَلُ، وَيُحْكَمُ ذَلِكَ بِالتَّلَقِّي، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ مَخْرَجِ الظَّاءِ الْمُشَالَةِ، أَوْ يُخْرَجَ شَبِيهًا بِهَا، فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۝ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾.

وَمِمَّنْ أَسْهَمَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ الشَّيْخُ السَّيِّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ *:الْأَقْوَالُ الْجَلِيَّةُ فِي الضَّادِ الظَّائِيَّةِ وَالضَّادِ الطَّائِيَّةِ* .فَأَلَّفَتْهَا رِسَالَةً مُفِيدَةً، وَقَدْ وَقَعَ بِسَبَبِ الْكَلَامِ بِأَنَّ الضَّادَ تَخْرُجُ شَبِيهَةً بِالظَّاءِ فِتْنَةٌ، وَنُسِبَ إِلَى الشَّيْخِ عَامِرِ عُثْمَانَ .رَحِمَهُ اللَّهُ .ذَلِكَ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ .وَقَدْ تَلَقَّيْتُ قِرَاءَةَ هَذَا الْحَرْفِ (الضَّادِ) عَنْ مَشَايِخِنَا: الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّيَّاتِ، وَالشَّيْخِ عَامِرِ عُثْمَانَ، وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْفَتَّاحِ الْقَاضِي، كَمَا سَجَّلْتُهُ فِي الْمَصَاحِفِ، وَكَمَا أَنْطِقُهُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ، وَكَمَا يَنْطِقُهُ الْقُرَّاءُ الْمُجِيدُونَ، وَمَا ذُكِرَ عَيْنُ الصَّوَابِ .وَقَدْ نَاصَحْتُ ذَوِي الرَّأْيِ الْمُخَالِفِ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى الصَّوَابِ، وَالظَّنُّ بِهِمْ أَنْ يَسْتَجِيبُوا... وَاللَّهُ الْهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

যেসব অক্ষর সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে 'ض' (দ্বাদ) অন্যতম। কিরাআতের ইমামগণ ও আরবি ভাষাবিদরা উল্লেখ করেছেন যে, 'ض'-এর মাখরাজ হলো জিহ্বার এক পাশের কিনারা এবং তার সংলগ্ন মাড়ির দাঁতসমূহ। এটি ডান পাশ থেকেও উচ্চারণ করা যায়, বাম পাশ থেকেও; তবে বাম পাশ থেকে উচ্চারণই অধিক প্রচলিত ও সহজ। এ বিষয়টি মুখে মুখে শাইখদের নিকট থেকে গ্রহণ (তালাক্কী) করার মাধ্যমেই সঠিকভাবে আয়ত্ত করা যায়।

'ض' অক্ষরকে 'ظ'-এর মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করা বা 'ظ'-এর অনুরূপ করে উচ্চারণ করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۝ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

এ বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদানে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে শাইখ সাইয়্যিদ ইবন আহমাদ ইবন আবদুর রহীম অন্যতম। তিনি তাঁর "আল-আকওয়ালুল জালিয়্যাহ ফিদ-দ্বাদিদ-যা'ইয়্যাহ ওয়াদ-দ্বাদিত-তা'ইয়্যাহ" নামক গ্রন্থে এ বিষয়টি সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। আমি গ্রন্থটিকে অত্যন্ত উপকারী পেয়েছি।

'ض'-কে 'ظ'-এর অনুরূপ উচ্চারণ করা হয়—এ কথা প্রচারিত হওয়ার ফলে একটি ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি এ মতটি শাইখ আমির উসমান (রহিমাহুল্লাহ)-এর নামে আরোপ করা হয়েছে; অথচ তিনি এ মত থেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমি 'ض' অক্ষরের উচ্চারণ আমাদের শাইখগণের নিকট থেকে গ্রহণ করেছি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন:

- শাইখ আহমদ আয-যাইয়্যাত
- শাইখ আমির উসমান
- শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আল-ক্বাদী

আমি যেভাবে এ অক্ষরটি তাঁদের নিকট থেকে শিখেছি, সেভাবেই মুসহাফের অডিও রেকর্ডিংয়ে পাঠ করেছি, মসজিদে নববীতে সালাতে উচ্চারণ করি, এবং দক্ষ ক্বারীগণও ঠিক সেভাবেই উচ্চারণ করেন। এটিই নির্ভুল ও সঠিক পদ্ধতি। আমি ভিন্নমতাবলম্বীদের আন্তরিকভাবে উপদেশ

দিয়েছি, যেন তারা সঠিক মতের দিকে ফিরে আসে। আমার আশা, তারা সে আহ্বানে সাড়া দেবে। আল্লাহই সরল পথের হিদায়াতদাতা। [26]

আব্দুর রাফি ইবন রিদওয়ান ইবন আলী আশ-শারকাওয়ী বলেন:

فَقَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى الرِّسَالَةِ الْمُسَمَّاةِ بِـ«الْأَقْوَالِ الْجَلِيَّةِ فِي الضَّادِ الظَّائِيَّةِ وَالضَّادِ الطَّائِيَّةِ»، الَّتِي أَلَّفَهَا الشَّيْخُ سَيِّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، فَوَجَدْتُهَا فَصِيحَةَ الْمَبَانِي، صَرِيحَةَ الْمَعَانِي، قَاطِعَةَ الْحُجَّةِ، وَاضِحَةَ الْمَحَجَّةِ، تَضَافَرَ فِي أَدِلَّتِهَا النَّقْلُ وَالْعَقْلُ، لَقَدْ جَمَعَ فِيهَا مِنَ النُّقُولِ مَا شَفَى الْغُلَّةَ.

كَمَا أَنَّ هَذِهِ الرِّسَالَةَ ذَكَّرَتْنِي بِأَيَّامِ طَلَبِ الْعِلْمِ، وَنَحْنُ فِي الْخَمْسِينِيَّاتِ فِي مَرْحَلَةِ التَّخَصُّصِ بِقِسْمِ الْقِرَاءَاتِ التَّابِعِ لِكُلِّيَّةِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِالْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ، حَيْثُ كَانَ لِأَحَدِ شُيُوخِنَا الَّذِينَ يُدَرِّسُونَ الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ رَأْيٌ فِي الضَّادِ مُخَالِفٌ لِمَا تَلَقَّيْنَاهُ عَنْ شُيُوخِنَا الْأَثْبَاتِ، الَّذِينَ تَلَقَّوْهَا عَنْ شُيُوخِهِمْ ضَادًا خَالِصَةً لَا صِلَةَ لَهَا بِالظَّاءِ.

فَكُنْتُ فِي تِلْكَ الْفَتْرَةِ أَتَرَدَّدُ عَلَى أَصْحَابِ الْفَضِيلَةِ أَسَاتِذَةِ الْقِرَاءَاتِ وَشُيُوخِ الْإِقْرَاءِ، وَفِي طَلِيعَتِهِمُ الشَّيْخُ عَامِرُ السَّيِّدُ عُثْمَانُ، وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الزَّيَّاتُ، وَالشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ عَلِيٌّ شَحَاتَةُ السَّمَنُّودِيُّ، فَالْكُلُّ كَانَ يُجِيبُ بِأَنَّ النُّطْقَ الصَّحِيحَ لِلضَّادِ هُوَ مِنْ أَوَّلِ إِحْدَى حَافَتَيِ اللِّسَانِ، أَيْ جَانِبَيْهِ، بَعْدَ مَخْرَجِ الْيَاءِ، وَقَبْلَ مَخْرَجِ اللَّامِ، مُسْتَطِيلَةً إِلَى أَوَّلِ مَخْرَجِ اللَّامِ، مَعَ مَا يَلِي الْحَافَّةَ مِنَ الْأَضْرَاسِ الْعُلْيَا، مِنَ الْجِهَةِ الْيُسْرَى أَوِ الْيُمْنَى، وَمِنَ الْيُسْرَى أَسْهَلُ وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا.

وَأَوَّلُ الْحَافَّةِ مِمَّا يَلِي الْحَلْقَ مَا يُحَاذِي وَسَطَ اللِّسَانِ، بُعَيْدَ مَخْرَجِ الْيَاءِ، وَآخِرُهَا مَا يُحَاذِي آخِرَ الطَّوَاحِنِ مِنْ جِهَةِ خَارِجِ الْفَمِ.

أَمَّا مَا يَنْفَرِدُ بِهِ الْبَعْضُ مِنْ نُطْقِ الضَّادِ مَشُوبَةً بِصَوْتِ الظَّاءِ، فَلَا أَسَاسَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ بِهِ عَلَى شُيُوخِهِ، وَلَكِنَّهُ تَوَصَّلَ إِلَيْهِ بِاجْتِهَادِهِ، وَهَذَا لَحْنٌ فَاحِشٌ يُغَيِّرُ الْكَلِمَةَ، وَيُخْرِجُهَا عَنْ مَعْنَاهَا إِلَى لَفْظٍ غَيْرِ مُسْتَعْمَلٍ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، أَوْ إِلَى مَعْنًى آخَرَ غَيْرِ مُرَادٍ. وَكَلَامُ اللَّهِ .تَبَارَكَ وَتَعَالَى .يَجِبُ أَنْ يُنَزَّهَ عَنْ مِثْلِ هَذَا.

جَزَى اللَّهُ الْمُؤَلِّفَ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ، فَقَدْ أَفَادَ وَأَجَادَ، وَبَذَلَ النَّصِيحَةَ لِلْقُرَّاءِ، فَوَجَبَ الْأَخْذُ بِمَا فِي رِسَالَتِهِ، وَالْعُدُولُ عَمَّا يُنَافِيهَا. شَكَرَ اللَّهُ لَهُ صَنِيعَهُ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

كَتَبَهُ: عَبْدُ الرَّافِعِ بْنُ رِضْوَانَ بْنِ عَلِيٍّ الشَّرْقَاوِيُّ،

عُضْوُ اللَّجْنَةِ الْعِلْمِيَّةِ لِمُرَاجَعَةِ مُصْحَفِ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ،

وَعُضْوُ لَجْنَةِ الْإِشْرَافِ عَلَى التَّسْجِيلَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ بِمُجَمَّعِ الْمَلِكِ فَهْدٍ لِطِبَاعَةِ الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ.

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ فِي ١٤٢٤/٢/١٤هـ.

আমি শাইখ সাইয়্যিদ ইবন আহমদ ইবন আব্দুর রহীম রচিত *আল-আকওয়ালুল জালিয়্যাহ ফিদ-দ্বাদিদ-যা'ইয়্যাহ ওয়াদ-দ্বাদিত-তা'ইয়্যাহ* নামক পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করেছি। আমি দেখেছি, এর ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অর্থ সুস্পষ্ট, প্রমাণ অকাট্য এবং পথনির্দেশ পরিষ্কার। এর দলিলসমূহে

---

[26] আস-সাইয়্যিদ ইবন আহমাদ ইবন আবদুর রহীম। *আল-আকওয়ালুল জালিয়্যাহ ফিদ-দ্বাদিদ-যা'ইয়্যাহ ওয়াদ-দ্বাদিত-তা'ইয়্যাহ*। ভূমিকা: ড. আলী ইবন আবদুর রহমান আল-হুযাইফী। পৃষ্ঠা ৮–৯। সৌদি আরব।

নকলী ও আকলী—উভয় প্রমাণের সমন্বয় ঘটেছে। তিনি এতে এমন সব উদ্ধৃতি একত্র করেছেন, যা জ্ঞানপিপাসা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করে। এই পুস্তিকাটি আমাকে আমার ছাত্রজীবনের দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। পঞ্চাশের দশকে আমরা যখন আল-আযহার আশ-শরীফের আরবি ভাষা অনুষদের অধীন কিরাআত বিভাগে উচ্চতর বিশেষায়িত স্তরে অধ্যয়নরত ছিলাম, তখন শরঈ জ্ঞান পড়াতেন—এমন আমাদের একজন শাইখের 'ض' সম্পর্কে এমন একটি মত ছিল, যা আমরা আমাদের নির্ভরযোগ্য শাইখদের কাছ থেকে যা শিখেছিলাম, তার বিপরীত। আমাদের শাইখগণ তাঁদের শাইখদের কাছ থেকে 'ض'-কে বিশুদ্ধ 'ض' হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন; 'ظ'-এর সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই।

সে সময় আমি নিয়মিতভাবে কিরাআতের সম্মানিত শিক্ষক ও ইকরা-শাইখদের কাছে যাতায়াত করতাম। তাঁদের অগ্রভাগে ছিলেন শাইখ আমির আস-সাইয়্যিদ উসমান, শাইখ আহমদ আব্দুল আজীয আয-যাইয়্যাত এবং শাইখ ইবরাহীম আলী শাহতাহ আস-সামান্নূদী। তাঁরা সবাই বলতেন, 'ض'-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ জিহ্বার দুই পাশের যেকোনো এক পাশের শুরু থেকে হয়—অর্থাৎ জিহ্বার পার্শ্বভাগ থেকে; যা 'ي'-এর মাখরাজের পরে এবং 'ل'-এর মাখরাজের আগে অবস্থিত। এর ধ্বনি ইস্তিতালাহর মাধ্যমে 'ل'-এর মাখরাজের শুরু পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এর সঙ্গে জিহ্বার ওই পাশের সংলগ্ন উপরের মাড়ির দাঁতসমূহ যুক্ত থাকে—ডান অথবা বাম পাশ থেকে। তবে বাম পাশ থেকে উচ্চারণ অধিক সহজ ও বেশি প্রচলিত। জিহ্বার পার্শ্বভাগের যে অংশ গলার নিকটবর্তী, তা জিহ্বার মধ্যভাগের সমান্তরালে—'ي'-এর মাখরাজের একটু পর থেকে শুরু হয়। আর এর শেষাংশ মুখের বাইরের দিকের শেষ মাড়ির দাঁতের সমান্তরাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

কিছু মানুষ স্বতন্ত্রভাবে 'ض'-কে 'ظ'-এর ধ্বনিমিশ্রিত করে উচ্চারণ করে; এর কোনো ভিত্তি নেই। কারণ তারা এভাবে নিজেদের শাইখদের কাছ থেকে পড়েনি; বরং ব্যক্তিগত ইজতিহাদের মাধ্যমে এ উচ্চারণে পৌঁছেছে। এটি মারাত্মক লাহ্ন, যা শব্দকে পরিবর্তন করে এবং তার মূল অর্থ থেকে সরিয়ে এমন এক শব্দে পরিণত করে, যা আরবি ভাষায় ব্যবহৃত নয়; অথবা এমন অন্য অর্থ সৃষ্টি করে, যা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তাআলার কালামকে এ ধরনের বিকৃতি থেকে পবিত্র রাখা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা কিতাবুল্লাহর খেদমতের জন্য লেখককে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি উপকারী আলোচনা করেছেন, সুন্দরভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন এবং ক্বারীদের আন্তরিক নসীহত করেছেন। অতএব, তাঁর পুস্তিকায় বর্ণিত বক্তব্য গ্রহণ করা এবং এর বিরোধী মত পরিহার করা উচিত। আল্লাহ তাঁর এ কর্ম কবুল করুন।

আল্লাহ আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবির ওপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

লিখেছেন:

আব্দুর রাফি ইবন রিদওয়ান ইবন আলী আশ-শারকাওয়ী

মদীনা মুসহাফ পর্যালোচনাবিষয়ক বৈজ্ঞানিক কমিটির সদস্য এবং মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্সের কুরআনিক রেকর্ডিং তত্ত্বাবধান কমিটির সদস্য।

মদীনা মুনাওয়ারা, ১৪ সফর ১৪২৪ হিজরি।

শাইখ সাইয়্যিদ ইবন আহমাদ ইবন আব্দুর রহীম তাঁর *আল-আকওয়ালুল জালিয়্যাহ ফিদ-দ্বাদিদ-যা'ইয়্যাহ ওয়াদ-দ্বাদিত-তা'ইয়্যাহ* গ্রন্থে বলেন

الْفُرُوقُ الَّتِي بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ

مِنْ خِلَالِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِيمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ، يَتَّضِحُ الْآتِي مِنَ الْفُرُوقِ بَيْنَهُمَا:

1. الضَّادُ تَخْتَلِفُ عَنِ الظَّاءِ فِي الْمَخْرَجِ، وَهَذَا يَكْفِي لِتَمْيِيزِهَا فِي اللَّفْظِ وَالسَّمْعِ، حَتَّى وَلَوِ اتَّفَقَتَا فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ.
2. الضَّادُ تَتَمَيَّزُ عَنِ الظَّاءِ بِصِفَةِ الِاسْتِطَالَةِ، وَهَذَا أَيْضًا يَكْفِي لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا، وَلَوِ اتَّفَقَتَا فِي الْمَخْرَجِ.
3. الضَّادُ تَنْطَبِقُ فِيهَا حَافَةُ اللِّسَانِ عَلَى الْأَضْرَاسِ، وَبَاقِي اللِّسَانِ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْحَنَكُ، وَالظَّاءُ يَنْطَبِقُ فِيهَا الْحَنَكُ عَلَى مَخْرَجِهَا، أَيْ عَلَى طَرَفِ اللِّسَانِ.
4. الضَّادُ أَقْوَى مِنَ الظَّاءِ فِي الْإِطْبَاقِ.
5. الضَّادُ تَزُولُ إِذَا فَقَدَتْ صِفَةَ الْإِطْبَاقِ، وَالظَّاءُ تَتَحَوَّلُ إِلَى ذَالٍ إِذَا فَقَدَتْ صِفَةَ الْإِطْبَاقِ.
6. الضَّادُ أَقْوَى مِنَ الظَّاءِ فِي الْجَهْرِ.
7. الضَّادُ أَقَلُّ رَخَاوَةً مِنَ الظَّاءِ.
8. الضَّادُ لَا يُشَارِكُهَا فِي الْمَخْرَجِ غَيْرُهَا مِنَ الْحُرُوفِ، وَالظَّاءُ يُشَارِكُهَا الذَّالُ وَالثَّاءُ.
9. الضَّادُ مِنَ الْحُرُوفِ الشَّجَرِيَّةِ، وَالظَّاءُ مِنَ الْحُرُوفِ اللِّثَوِيَّةِ.
10. الضَّادُ تَتَّصِفُ بِالتَّفَشِّي، وَالظَّاءُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ.
11. الضَّادُ تُخَالِطُ مَا يَلِيهَا فِي الْمَخْرَجِ، وَالظَّاءُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ.
12. الضَّادُ يَنْفُذُ نَفْخُهَا بَيْنَ الْأَضْرَاسِ عِنْدَ الْوَقْفِ عَلَيْهَا، وَالظَّاءُ يَنْفُذُ نَفْخُهَا بَيْنَ الثَّنَايَا.
13. الضَّادُ فِيهَا كُلْفَةٌ عَلَى اللِّسَانِ عِنْدَ النُّطْقِ بِهَا، وَالظَّاءُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ.
14. الضَّادُ تَخْرُجُ مِنْ أَحَدِ ثَلَاثَةِ مَخَارِجَ، وَالظَّاءُ لَا تَخْرُجُ إِلَّا مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ.

فَهَلْ يَسُوغُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ الْقَوْلُ بِأَنَّ بَيْنَهُمَا شَعْرَةً لَا يُمَيِّزُهَا إِلَّا الْمُتَخَصِّصُونَ؟!

'ض' ও 'ظ'-এর মধ্যকার পার্থক্যসমূহ

'ض' ও 'ظ' সম্পর্কে আলিমগণের বক্তব্যসমূহ পর্যালোচনা করলে এ দুই অক্ষরের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

১. 'ض' ও 'ظ'-এর মাখরাজ ভিন্ন। কেবল এই পার্থক্যই উচ্চারণ ও শ্রবণে তাদের পৃথকভাবে চেনার জন্য যথেষ্ট, যদিও ধরে নেওয়া হয় যে তাদের সব সিফাত একই।

২. 'ض' 'ইস্তিতালাহ' (الاستطالة) সিফাতের মাধ্যমে 'ظ' থেকে স্বতন্ত্র। এটিও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য যথেষ্ট, যদিও উভয়ের মাখরাজ এক হতো।

৩. 'ض' উচ্চারণের সময় জিহ্বার পার্শ্বভাগ উপরের মাড়ির দাঁতের সঙ্গে লেগে যায় এবং জিহ্বার বাকি অংশ তালুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। পক্ষান্তরে 'ظ' উচ্চারণের সময় তালু জিহ্বার অগ্রভাগের মাখরাজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

৪. ইতবাক (الإطباق) সিফাতে 'ظ' ,'ض'-এর তুলনায় অধিক শক্তিশালী।

৫. 'ض' যদি ইতবাক সিফাত হারায়, তবে তার স্বরূপ নষ্ট হয়ে যায়। আর 'ظ' ইতবাক হারালে 'ذ'-তে পরিণত হয়।

৬. জাহর (الجهر) সিফাতেও ‘ظ’, ‘ض’-এর তুলনায় অধিক শক্তিশালী।
৭. ‘ض’-এর রখাওয়াহ ‘ظ’ (الرخاوة)-এর তুলনায় কম।
৮. ‘ض’-এর মাখরাজে অন্য কোনো অক্ষর অংশীদার নয়। কিন্তু ‘ظ’-এর মাখরাজে ‘ذ’ ও ‘ث’ অংশীদার।
৯. ‘ض’ শাজারিয়্যাহ (الشجرية) অক্ষরসমূহের অন্তর্ভুক্ত, আর ‘ظ’ লিসাওয়িয়্যাহ (اللثوية) অক্ষরসমূহের অন্তর্ভুক্ত।
১০. ‘ض’-এ তাফাশ্শী (التفشي) বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু ‘ظ’-এ তা নেই।
১১. ‘ض’ উচ্চারণের সময় তার মাখরাজের সংলগ্ন অংশের সঙ্গে ধ্বনির সংযোগ ঘটে, কিন্তু ‘ظ’-এর ক্ষেত্রে তা ঘটে না।
১২. ওয়াকফের সময় ‘ض’-এর নিঃশ্বাস বা বায়ুপ্রবাহ মাড়ির দাঁতের ফাঁক দিয়ে বের হয়, আর ‘ظ’-এর বায়ুপ্রবাহ সামনের দাঁতের (ছানায়া) মাঝ দিয়ে বের হয়।
১৩. ‘ض’ উচ্চারণ করতে জিহ্বার ওপর বিশেষ পরিশ্রম ও কষ্ট হয়, কিন্তু ‘ظ’-এর ক্ষেত্রে তা হয় না।
১৪. ‘ض’ তিনটি স্বীকৃত উচ্চারণস্থানের (মাখরাজের) যেকোনো একটিতে উচ্চারিত হতে পারে, পক্ষান্তরে ‘ظ’ কেবল একটি নির্দিষ্ট মাখরাজ থেকেই উচ্চারিত হয়।
এরপরও কি বলা যুক্তিসঙ্গত যে, ‘ض’ ও ‘ظ’-এর মধ্যে পার্থক্য মাত্র ‘‘এক চুল’’, যা কেবল বিশেষজ্ঞরাই বুঝতে পারেন? [27]

‘ض’ ও ‘ظ’-এর পার্থক্য বিষয়ে রচিত কিছু গ্রন্থঃ

1. الضَّادُ وَالظَّاءُ، لِأَبِي بَكْرٍ الْقَيْرَوَانِيّ، أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ اللُّؤْلُؤِيّ النَّحْوِيّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٣١٨هـ).
2. الضَّادُ وَالظَّاءُ وَالسِّينُ وَالصَّادُ، تَأْلِيفُ أَبِي الْفَهْدِ النَّحْوِيّ الْبَصْرِيّ، تِلْمِيذِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْخَيَّاطِ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٣٢٠هـ).
3. الْفَرْقُ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ، لِأَبِي عُمَرَ الزَّاهِدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، الْمَعْرُوفِ بِـ«غُلَامِ ثَعْلَبٍ»، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٣٤٥هـ).
4. الْفَرْقُ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ، لِلصَّاحِبِ ابْنِ عَبَّادٍ، أَبِي الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٣٨٥هـ).
5. الضَّادُ وَالظَّاءُ، تَأْلِيفُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْقَيْرَوَانِيّ، الْمَعْرُوفِ بِـ«الْقَزَّازِ»، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٤١٢هـ).
6. رِسَالَةٌ فِي الضَّادِ وَالظَّاءِ، لِأَبِي الْفَتْحِ الْمِصْرِيّ، أَحْمَدَ بْنِ مُطَرِّفِ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي. لَا يُعْرَفُ تَارِيخُ وَفَاتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ مُعَاصِرًا لِلْحَاكِمِ بِأَمْرِ اللَّهِ الْفَاطِمِيّ، وَمَاتَ بَعْدَهُ، وَقِيلَ: تُوُفِّيَ سَنَةَ (٤١٣هـ).
7. كِتَابُ الضَّادِ وَالظَّاءِ، لِأَبِي الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سُهَيْلٍ النَّحْوِيّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٤٢٠هـ). دَارُ الْبَشَائِرِ.
8. الْفَرْقُ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَفِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْكَلَامِ، وَهُوَ لِأَبِي عَمْرٍو الدَّانِيّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٤٤٤هـ).
9. الضَّادُ وَالظَّاءُ، لِأَبِي الْقَاسِمِ مَرْجِيّ بْنِ كَوْثَرٍ، الْمَعْرُوفِ بِـ«الْمُقْرِئِ»، النَّحْوِيّ. كَانَ حَيًّا قَبْلَ سَنَةِ (٤٤٩هـ).

---

[27] আস-সাইয়্যিদ ইবন আহমাদ ইবন আব্দুর রহীম। *আল-আকওয়ালুল জালিয়্যাহ ফিদ-দ্বাদিদ-যা'ইয়্যাহ ওয়াদ-দ্বাদিত-তা'ইয়্যাহ*। ভূমিকা: ড. আলী ইবন আবদুর রহমান আল-হুযাইফী। পৃষ্ঠা ২৬–২৭। সৌদি আরব।

10. كِتَابٌ فِي الظَّاءِ وَالضَّادِ، لِأَبِي مُحَمَّدٍ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْأَنْدَلُسِيِّ، الْمَعْرُوفِ بِـ«ابْنِ حَزْمٍ» الظَّاهِرِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٤٥٦هـ).
11. مَعْرِفَةُ مَا يُكْتَبُ بِالضَّادِ وَالظَّاءِ، لِأَبِي الْقَاسِمِ سَعِيدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّنْجَانِيِّ، الْمُتَوَفَّى بَعْدَ سَنَةِ (٤٧٠هـ).
12. الْفَرْقُ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ، لِلزَّنْجَانِيِّ، تَحْقِيقُ الدُّكْتُورِ مُوسَى الْعُلَيْلِيِّ.
13. حَصْرُ حَرْفِ الظَّاءِ، لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْخَوْلَانِيِّ (ت ٤٨٥هـ)، دَارُ الْبَشَائِرِ لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ.
14. الِاقْتِضَاءُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الذَّالِ وَالضَّادِ وَالظَّاءِ، تَأْلِيفُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُعُودٍ الدَّانِيِّ، مِنْ عُلَمَاءِ الْقَرْنِ الْخَامِسِ الْهِجْرِيِّ.
15. مَعْرِفَةُ الضَّادِ وَالظَّاءِ، لِلشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْفَرَجِ الْقَيْسِيِّ الصِّقِلِّيِّ، الْمُتَوَفَّى فِي آخِرِ الْقَرْنِ الْخَامِسِ الْهِجْرِيِّ، وَكَانَ قَاضِيًا لِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ. دَارُ الْبَشَائِرِ لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ.
16. الْفَرْقُ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ، تَأْلِيفُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَرِيرِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٥١٦هـ).
17. الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَحْرُفِ الْخَمْسَةِ: الظَّاءِ وَالضَّادِ وَالذَّالِ وَالصَّادِ وَالسِّينِ، لِأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ السَّيِّدِ الْبَطَلْيَوْسِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٥٢١هـ).
18. الْفَرْقُ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ، تَأْلِيفُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ، الْمَعْرُوفِ بِـ«ابْنِ حُمَيْدَةَ النَّحْوِيِّ»، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٥٥٠هـ).
19. مَا يُقْرَأُ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، لِأَبِي الْفَضْلِ يَحْيَى بْنِ سَلَامَةَ الْحَصْكَفِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٥٥١هـ).
20. مَنْظُومَةٌ فِي الضَّادِ وَالظَّاءِ، لِأَبِي الْبَيَانِ نَبَأَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ الدِّمَشْقِيِّ، الْمَعْرُوفِ بِـ«ابْنِ الْحَوْرَانِيِّ»، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٥٥١هـ).
21. مَنْظُومَةٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ، تَأْلِيفُ أَبِي نَصْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَحْمُودٍ الْفَرُوخِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٥٥٧هـ).
22. الْغُنْيَةُ فِي الضَّادِ وَالظَّاءِ، تَأْلِيفُ أَبِي مُحَمَّدٍ سَعِيدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، الْمَعْرُوفِ بِـ«ابْنِ الدَّهَّانِ النَّحْوِيِّ»، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٥٦٩هـ).
23. زِينَةُ الْفُضَلَاءِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ، تَأْلِيفُ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَنْبَارِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٥٧٧هـ). دَارُ الْأَمَانَةِ، وَمُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ، ١٩٧١م.
24. ظَاءَاتُ الْقُرْآنِ، لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ الْمُقْرِئِ أَبِي الرَّبِيعِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ السَّرَقُوسِيِّ (ت ٥٩١هـ). تَحْقِيقُ الدُّكْتُورِ حَاتِمِ صَالِحِ الضَّامِنِ، جَامِعَةُ بَغْدَادَ.
25. الْفَرْقُ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ، تَأْلِيفُ مُحَمَّدِ بْنِ نَشْوَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ نَشْوَانَ الْحِمْيَرِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٦١٠هـ).
26. كِتَابُ الضَّادِ وَالظَّاءِ، لِأَبِي الْبَرَكَاتِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّهْرَسْتَانِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٦١٨هـ).
27. الْمِصْبَاحُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ نَظْمًا وَنَثْرًا، لِأَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيِّ، الْمُتَوَفَّى بَعْدَ سَنَةِ (٦١٨هـ).
28. كِتَابُ الضَّادِ وَالظَّاءِ، تَأْلِيفُ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْقِفْطِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٦٢٤هـ).
29. الْمُرَادُ فِي كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِالضَّادِ، لِأَبِي الْقَاسِمِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سُلَيْمَانَ اللَّخْمِيِّ الْإِسْكَنْدَرَانِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٦٢٩هـ).
30. رِسَالَةٌ فِي الضَّادِ وَالظَّاءِ، لِأَبِي الْفُتُوحِ نَصْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَوْصِلِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٦٣٠هـ).
31. مَعْرِفَةُ الْفَرْقِ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ، تَأْلِيفُ أَبِي بَكْرٍ الصَّدَفِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّابُونِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٦٣٤هـ).

32. الظَّاءُ، لِيُوسُفَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمَقْدِسِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٦٣٧هـ).
33. أَرْجُوزَةٌ فِي الضَّادِ وَالظَّاءِ، تَأْلِيفُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَمَالِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ النَّحْوِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ، صَاحِبِ الْأَلْفِيَّةِ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٦٧٢هـ).
34. الِاعْتِمَادُ فِي نَظَائِرِ الظَّاءِ وَالضَّادِ، لِلْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ الْجَيَّانِيِّ، أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، جَمَالِ الدِّينِ (ت ٦٧٢هـ).
35. كِتَابٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ، لِابْنِ مَالِكٍ – أَيْضًا –.
36. الِاعْتِضَادُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الظَّاءِ وَالضَّادِ، لِابْنِ مَالِكٍ – أَيْضًا –.
37. قَصِيدَةٌ مِيمِيَّةٌ فِي الضَّادِ وَالظَّاءِ، تَأْلِيفُ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْدَلُسِيِّ الْهَوَّارِيِّ، الشَّهِيرِ بِـ«ابْنِ جَابِرٍ»، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٧٨٠هـ).
38. الْفَرْقُ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ، لِلْمَوْصِلِيِّ، تَقِيِّ الدِّينِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيِّ الْمَوْصِلِيِّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيِّ الشَّافِعِيِّ (ت ٧٩٧هـ).
39. مَا يُكْتَبُ بِالضَّادِ وَالظَّاءِ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَعْنَى، تَأْلِيفُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ فَهْدٍ الْمَكِّيِّ الْقُرَشِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٨٨٥هـ).
40. بُغْيَةُ الْمُرْتَادِ لِتَصْحِيحِ الضَّادِ، تَأْلِيفُ نُورِ الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ غَانِمٍ الْمَقْدِسِيِّ الْمِصْرِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (١٠٠٤هـ).
41. فَتْوَى فِي مَسْأَلَةِ الضَّادِ، لِلصَّعِيدِيِّ (ت ١١٣٠هـ)، تَحْقِيقُ الدُّكْتُورِ لَيْثِ الْهَيْتِيِّ.
42. الِاقْتِصَادُ فِي النُّطْقِ بِالضَّادِ، لِعَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ النَّابُلُسِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (١١٤٣هـ).
43. كَيْفِيَّةُ أَدَاءِ الضَّادِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمَرْعَشِيِّ، الْمُلَقَّبِ بِـ«سَاجَقْلِي زَادَهْ»، (ت ١١٥٠هـ). دَارُ الْبَشَائِرِ، دِمَشْقُ.
44. مَنْظُومَةٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الظَّاءِ وَالضَّادِ، تَأْلِيفُ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَنَاوِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (١١٦٣هـ).
45. رِسَالَةُ الضَّادِ، لِلْعَلَّامَةِ الْمُتَوَلِّي، (ت ١٣١٣هـ).
46. فَصْلُ الْقَضَاءِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ، تَأْلِيفُ أَحْمَدَ عِزَّتْ أَفَنْدِي، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (١٩٣٦م).
47. رِسَالَةٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ، تَأْلِيفُ مُحَمَّدِ رِضَا بْنِ هَادِي بْنِ عَبَّاسٍ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (١٩٤٧م).
48. الْفُرْصَادُ فِي ضَابِطِ الظَّاءِ وَالضَّادِ، مَنْظُومَةٌ مِنْ (٤٣) بَيْتًا، مِنْ نَظْمِ الْمُسَمَّى مُحَمَّدٍ الْخَزْرَجِيِّ.
49. شَرْحُ أَبْيَاتِ الدَّانِيِّ الْأَرْبَعَةِ فِي أُصُولِ ظَاءَاتِ الْقُرْآنِ، لِمُؤَلِّفٍ مَجْهُولٍ. دَارُ الْبَشَائِرِ.
50. السَّيِّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، الْأَقْوَالُ الْجَلِيَّةُ فِي الضَّادِ الظَّائِيَّةِ وَالضَّادِ الطَّائِيَّةِ، بِتَقْدِيمِ الدُّكْتُورِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُذَيْفِيِّ.
51. إِعْلَامُ السَّادَةِ النُّجَبَاءِ أَنَّهُ لَا تَشَابُهَ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ، لِلدُّكْتُورِ أَشْرَفَ طَلْعَتَ. مَكْتَبَةُ السُّنَّةِ، الْقَاهِرَةُ.
52. الضَّادُ بَيْنَ الشَّفَهِيَّةِ وَالْكِتَابِيَّةِ، لِلدُّكْتُورِ إِبْرَاهِيمَ الشَّمْسَانِ.
53. النُّطْقُ الْفَصِيحُ فِي مَخْرَجِ الضَّادِ الصَّحِيحِ، لِـ مُحَمَّدِ النَّقْشَبَنْدِيِّ، مَخْطُوطَةٌ.
54. جَدْوَلُ مَا يُكْتَبُ بِالضَّادِ أَوِ الظَّاءِ مِنَ الْكَلِمَاتِ الدَّارِجَةِ، لِلدُّكْتُورِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّعِيدِ.
55. ظَاءَاتُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، لِابْنِ عَمَّارٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ لِلزَّنْجَانِيِّ، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ الْمَوْلَوِيِّ.
56. غَايَةُ الْمُرَادِ فِي مَعْرِفَةِ إِخْرَاجِ الضَّادِ، لِابْنِ النَّجَّارِ، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ طَهَ مُحْسِنٍ.

শায়খ ইবনু তাইমিয়ার ফাতোয়া ও তার জবাব

শায়খ ইবনু তাইমিয়ার বলেন,

وَأَمَّا مَنْ لَا يُقِيمُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فَلَا يُصَلِّي خَلْفَهُ إلَّا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ فَلَا يُصَلِّي خَلْفَ الْأَلْثَغِ الَّذِي يُبَدِّلُ حَرْفًا بِحَرْفٍ إلَّا حَرْفَ الضَّادِ إذَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرَفِ الْفَمِ كَمَا هُوَ عَادَةُ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ فَهَذَا فِيهِ وَجْهَانِ :مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِي نَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَبْدَلَ حَرْفًا بِحَرْفٍ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ الضَّادِ الشِّدْقُ وَمَخْرَجَ الظَّاءِ طَرَفُ الْأَسْنَانِ. فَإِذَا قَالَ (وَلَا الظَّالِّينَ) كَانَ مَعْنَاهُ ظَلَّ يَفْعَلُ كَذَا .**وَالْوَجْهُ الثَّانِي** :تَصِحُّ وَهَذَا أَقْرَبُ لِأَنَّ الْحَرْفَيْنِ فِي السَّمْعِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَحِسُّ أَحَدِهِمَا مِنْ جِنْسِ حِسِّ الْآخَرِ لِتَشَابُهِ الْمَخْرَجَيْنِ. وَالْقَارِئُ إنَّمَا يَقْصِدُ الضَّلَالَ الْمُخَالِفَ لِلْهُدَى وَهُوَ الَّذِي يَفْهَمُهُ الْمُسْتَمِعُ فَأَمَّا الْمَعْنَى الْمَأْخُوذُ مِنْ ظَلَّ فَلَا يَخْطِرُ بِبَالِ أَحَدٍ وَهَذَا بِخِلَافِ الْحَرْفَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ صَوْتًا وَمَخْرَجًا وَسَمْعًا كَإِبْدَالِ الرَّاءِ بِالْغَيْنِ فَإِنَّ هَذَا لَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الْقِرَاءَةِ

আর যে ব্যক্তি সূরা আল-ফাতিহা শুদ্ধভাবে পড়তে পারে না, তার ইমামতিতে নামাজ পড়া উচিত নয়; তবে যে নিজেও তার মতো একই ধরনের অক্ষম, সে ব্যতীত।

অতএব, যে ব্যক্তি লিস্পযুক্ত (ألثغ)—অর্থাৎ এক অক্ষরের পরিবর্তে অন্য অক্ষর উচ্চারণ করে—তার পেছনে নামাজ পড়া বৈধ নয়। তবে 'ض' অক্ষরের ক্ষেত্রে, যদি সে এটিকে মুখের অগ্রভাগ থেকে উচ্চারণ করে, যেমনটি বহু মানুষের অভ্যাস, তাহলে এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে।

প্রথম মত:

তার পেছনে নামাজ পড়া যাবে না, এমনকি তার নিজের নামাজও শুদ্ধ হবে না। কারণ সে একটি অক্ষরের পরিবর্তে অন্য অক্ষর উচ্চারণ করেছে। কেননা 'ض'-এর মাখরাজ মুখের পার্শ্বদেশ (শিদ্‌ক/জিহ্বার পার্শ্বভাগ), আর 'ظ'-এর মাখরাজ দাঁতের অগ্রভাগ। ফলে যদি সে ﴿وَلَا الظَّالِّينَ﴾ পড়ে, তবে এর অর্থ দাঁড়ায়: *"যে সর্বদা (ظَلَّ) এমন কাজ করে থাকে।"*

দ্বিতীয় মত:

তার নামাজ শুদ্ধ হবে। এ মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ শ্রবণের দিক থেকে এ দুটি অক্ষরের ধ্বনি পরস্পরের খুব কাছাকাছি, এবং একটির ধ্বনি অপরটির ধ্বনিরই অনুরূপ; কেননা তাদের মাখরাজও পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। আর পাঠকারী প্রকৃতপক্ষে 'الضَّلَال' (হিদায়াতের বিপরীত পথভ্রষ্টতা)-এর অর্থই উদ্দেশ্য করে, এবং শ্রোতাও সেই অর্থই বুঝে। পক্ষান্তরে 'ظَلَّ' ধাতু থেকে যে অর্থ হয়, তা কারও মনেই আসে না। এটি সেইসব অক্ষরের মতো নয়, যেগুলো ধ্বনি, মাখরাজ এবং শ্রবণ—সব দিক থেকেই সম্পূর্ণ ভিন্ন; যেমন 'ر'-এর পরিবর্তে 'غ' উচ্চারণ করা। কারণ এ ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যই আর অর্জিত হয় না। [28]

قُلْتُ :نَحْنُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ نَخْتَلِفُ مَعَ الْحَافِظِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي عِدَّةِ مَسَائِلَ، مَعَ الِاعْتِرَافِ بِمَكَانَتِهِ الْعِلْمِيَّةِ. لَهُ أَدِلَّتُهُ، وَلَنَا أَدِلَّتُنَا. أَمَّا مَا جَاءَ فِي هَذِهِ الْفَتَاوَى، فَشَيْءٌ مُضْحِكٌ، وَلَا يُتَوَقَّعُ مِنْ عَالِمٍ مِثْلِهِ.

---

[28] শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবন তাইমিয়্যাহ। *মাজমূউল ফাতাওয়া*। ইমামত অধ্যায়, উপশিরোনাম: "যে ব্যক্তি সূরা আল-ফাতিহার কিরাআত শুদ্ধভাবে আদায় করতে পারে না—তার পেছনে কি সালাত আদায় করা যাবে?" খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৩৫০। প্রকাশক: বাদশাহ ফাহদ কুরআনুল কারীম মুদ্রণ কমপ্লেক্স, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব। ১৪২৫ হিজরি / ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।

رَجُلٌ أَبْدَلَ حَرْفًا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، فَيَقُولُ عَالِمٌ كَابْنِ تَيْمِيَّةَ : وَالْقَارِئُ إِنَّمَا يَقْصِدُ الضَّلَالَ الْمُخَالِفَ لِلْهُدَى، وَهُوَ الَّذِي يَفْهَمُهُ الْمُسْتَمِعُ، فَأَمَّا الْمَعْنَى الْمَأْخُوذُ مِنْ ظَلَّ فَلَا يَخْطُرُ بِبَالِ أَحَدٍ! الْحُكْمُ عَلَى مَا قَرَأَ، لَا عَلَى مَا قَصَدَ، وَلَا عَلَى مَا فَهِمَهُ الْمُسْتَمِعُ! وَمَنْ أَنْبَأَهُ أَنَّ الْمَعْنَى الْمَأْخُوذَ مِنْ ظَلَّ لَا يَخْطُرُ بِبَالِ أَحَدٍ؟

আমি বলি: আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত হাফিয ইবন তাইমিয়্যার সঙ্গে একাধিক মাসআলায় মতভেদ পোষণ করি, যদিও তাঁর ইলমী মর্যাদা আমরা স্বীকার করি। তাঁর দলিল তাঁর কাছে আছে, আর আমাদের দলিল আমাদের কাছে আছে। কিন্তু এই ফতোয়ায় তিনি যা বলেছেন, তা অত্যন্ত বিস্ময়কর; তাঁর মতো একজন আলিমের কাছ থেকে এমন বক্তব্য প্রত্যাশিত নয়।

এক ব্যক্তি কুরআনুল কারীমের একটি অক্ষর পরিবর্তন করে ফেলেছে, অথচ ইবন তাইমিয়্যার মতো একজন আলিম বলেন: "পাঠকারী তো কেবল হিদায়াতের বিপরীত 'পথভ্রষ্টতা' (الضلال)-এর অর্থই উদ্দেশ্য করে, আর শ্রোতাও সেটাই বোঝে। পক্ষান্তরে 'ظَلَّ' শব্দ থেকে যে অর্থ আসে, তা কারও মনেই উদিত হয় না!"

আমি বলি: বিচার হবে সে কী পড়েছে তার ওপর; সে কী উদ্দেশ্য করেছে বা শ্রোতা কী বুঝেছে—তার ওপর নয়। আর তাঁকে কে জানাল যে 'ظَلَّ' শব্দ থেকে যে অর্থ হয়, তা কারও মনেই আসে না?

আমি আরো বলিঃ

وَالْقُرْآنُ هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ لَفْظًا، وَمِنْ شُرُوطِ الْقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ صِحَّةُ السَّنَدِ بِالْقِرَاءَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مَعَ تَوَاتُرِهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ. وَالْقِرَاءَاتُ وَالرِّوَايَاتُ وَالطُّرُقُ مَعْرُوفَةٌ بِقُرَّائِهَا وَرُوَاتِهَا، فَمَا لَمْ يُوَافِقْ طَرِيقًا أَوْ رِوَايَةً أَوْ قِرَاءَةً فَلَيْسَ بِالْقُرْآنِ. وَمَنْ قَرَأَ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وَالْأَمْرُ لَا يَؤُولُ إِلَى فَتْوَى أَحَدٍ، بَلْ يَسْتَنِدُ إِلَى طَرِيقٍ وَرِوَايَةٍ وَقِرَاءَةٍ. فَالْقُرْآنُ كَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَالْقُرْآنُ كَمَا قَرَأَ وَنَطَقَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لَا كَمَا نَطَقَ بِهِ الْمَعْذُوْرُ وَ الْجُهَّالُ مِنَ النَّاسِ. الْقُرْآنُ وَحْيٌ، وَكَذَا تِلَاوَتُهُ، وَلَا يُعَدَّلُ الْوَحْيُ بِالْفَتَاوَى، بَلْ تُعَدَّلُ الْفَتَاوَى بِالْوَحْيِ.

কুরআন হলো সেই কিতাব, যা শব্দ ও ভাষাসহ আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর বিশুদ্ধ কিরাআতের অন্যতম শর্ত হলো, সেই কিরাআতের সনদ রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত সহীহভাবে পৌঁছানো, এবং তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুতাওয়াতির হওয়া।

কিরাআত, রিওয়ায়াত ও তরিকসমূহ তাদের নিজ নিজ ক্বারী ও রাবীদের মাধ্যমে সুপরিচিত ও সংরক্ষিত। অতএব, যা কোনো স্বীকৃত তরিক, রিওয়ায়াত বা কিরাআতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তা কুরআন নয়। আর যে ব্যক্তি সালাতে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু পাঠ করে, তার সালাত বাতিল হয়ে যায়।এ বিষয়টি কোনো ব্যক্তির ফতোয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং স্বীকৃত তরিক, রিওয়ায়াত ও কিরাআতের ওপরই ভিত্তিশীল। সুতরাং, কুরআন সেইভাবেই, যেভাবে তা নবী ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে; এবং কুরআন সেইভাবেই, যেভাবে নবী ﷺ তা তিলাওয়াত করেছেন ও উচ্চারণ করেছেন— অপারগ ও অজ্ঞদের উচ্চারণের অনুসরণে নয়।কুরআনের শব্দাবলি যেমন ওহির মাধ্যমে অবতীর্ণ, তেমনি তার তিলাওয়াতের পদ্ধতিও নবী ﷺ থেকে ওহির ভিত্তিতেই সংরক্ষিত। সুতরাং ফতোয়ার মাধ্যমে ওহিকে পরিবর্তন করা যায় না; বরং প্রত্যেক ফতোয়াকে ওহির মানদণ্ডে যাচাই ও সংশোধন করতে হয়।